MID - SOUTH BENGALI ASSOCIATION (MSBA)
MEMPHIS, TENNESSEE

MID SOUTH BENGALI ASSOCIATION (MSBA)

# SHARADIYA PATRIKA

2022

ESPLANADE Memphis
901 Cordova Station Ave, Cordova, TN 38018
WWW.ESPLANADEMEMPHIS.COM
YOUR VENUE FOR ALL OCCASIONS
Call Today: (901) 753-3333
Eclectic
CATERING MEMPHIS
Stylish. Tasteful. Priced Right.
901-921-5228
INDIAN CUISINE
Weddings - Parties
Fundraisers - Meetings
Special Events

MID - SOUTH BENGALI ASSOCIATION (MSBA)

MEMPHIS, TENNESSEE

# MSBA INTERIM COMMITTEE 2022

**Sanjay Ganguli**
MSBA INTERIM COMMITTEE MEMBER

**Julie Ghosh BasuRay**
MSBA INTERIM COMMITTEE MEMBER

**Ashim Paul**
MSBA INTERIM COMMITTEE MEMBER

**Satarupa Chakraborty**
MSBA Adhoc Committee Member

**Sanket Chakraborty**
MSBA Adhoc Committee Member

| | |
|---|---|
| Cover Art | Ishika Sen |
| Magazine Editor: | Julie Ghosh Basu Ray |
| Magazine Design | Anurag Pagoria |

Contact
Email: msba.memphis@gmail.com | www.msbamemphis.com | Facebook : www.facebook.com/msba.memphis/

# MID SOUTH BENGALI ASSOCIATION (MSBA)

Invites everyone for this years

# DURGA UTSAV - 2022

Cordova Community Center, 1017 N Sanga Rd, Cordova, TN 38018

## PUJA SCHEDULE

| 30th Friday, September 2022 | 1st Saturday, October 2022 | 2nd Sunday, October 2022 |
|---|---|---|
| • 7:00pm Maha sasthi puja sasthyadi kalparambha | • 9:00 am maha saptamyadi kalparambha Bodhan amontran adhivasa naba patrika prabesh sthapon Choksudaan pranpratistha<br>• ma is coming on gaja (elephant)<br>• maha astami puja & Sandhi puja, 64 yogini Puja, 108 deep Aarti<br>• maha navamikritam Homam bolidaan and kumari puja<br>• Aarti & Puspanjali<br>• Maha Prasad bitaran<br>• 6:00 pm sandhya Aarti and puja | • 9:30 am Dasami puja, Aarti ,visarjan , Aparajita puja ,Ma baran and sindoor khela<br>• Ma leaving on boat |

"আমার দুখের ঘরে আনন্দময়ী মা ,
মা তোর এতো করুণা
পদ্ম আঁখি নাই তো আমার
আছে পরানপদ্ম
হৃদকমলে পুষ্প চয়ন
করেছি  যে সদ্য।"

বাঙালী র কাছে শরৎ মানেই তুলোর মতন মেঘ, কাশ ফুল আর মা'র আবাহন। শাস্ত্র নিয়ম গড়ে , কিন্তু উদার প্রকৃতি বারবার মনে করিয়ে দেয় ঈশ্বর চান শুধু নিবেদন। তাই আলাদা আলাদা দিনের পুজোটাকেই আমরা প্রবাসে সপ্তাহ র শেষে পালন করি। মেমফিস শহরে চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে নিষ্ঠার সাথে। আমাদের মাতৃমূর্তি আনন্দময়ী- তিনি কন্যা রূপে পুজিতা। ভগ্নী বা জায়া রূপে সৃষ্টির প্রানপদ্ম তাঁর হাতে। আবার প্রয়োজনে সংহার করেন অশুভ-কে, অন্ধত্বের বুকে তাঁর ত্রিশুল খানির আঘাতে। এ বছর পত্রিকার প্রচছদ (শিশু) শিল্পীর তুলির টানে ও মা'র সেই রূপ- মনে করিয়ে দেয় চণ্ডিপাঠের প্রতিটি  শ্লোকের নিগূঢ় অর্থ কে- অহম দুর্গে! তিনিই জগতের প্রাণস্বরূপা, আবার তিনিই বিনাশ করেন সমাজের সকল আঁধার।

নিত্যপরিবর্তনশীল এই পৃথিবী ।  তবু মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে যখন মারাত্মক পরিস্থিতির কবলে পর্যুদস্ত হয়, তখন একমাত্র ঈশ্বরের করুণাধারাই জাগিয়ে তোলে মানুষের অন্তর্নিহিত আবেগ, মানবিকতা, সংবেদনশীলতা, ও সহমর্মিতা এবং সেই বোধই মানুষকে আবদ্ধ করে ঐক্যের বন্ধনে, শক্তি জোগায় ভয়ঙ্কর সময়ের সাথে সম্মিলিত ভাবে মোকাবিলা করার।

এ বছরের পত্রিকা তে রয়েছে বৈচিত্র্যময় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, আঁকা ইত্যাদি- দেশে ও বিদেশের সব লেখক লেখিকা ও শিল্পী দের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। অন্তরের এই আনন্দযজ্ঞে সবার স্বাদর আমন্ত্রণ।আমাদের এই দুখের ঘরে মা'র পদার্পন প্রতি টি পরিবার এ আনুক আনন্দ বার্তা। MSBA - র পক্ষ্য থেকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সবাইকে!

পত্রিকা সম্পাদিকা

জুলি বসু রায়

**Painting by Maninka Chatterjee**

# উড়ান

শ্যামলী আচার্য

কাচের ঘরের ভেতর থেকে বাইরে কোনও কিছুই দেখা যায় না পরিষ্কার। একটু অস্পষ্ট। ঝাপসা। রেশমীর যাবতীয় সময় এখন এই ঘরে বন্দি। ডেট ক্যালেন্ডার নেই যে তারিখ দেখবে। আবছা মনে হয়, আজ বোধহয় নবমী। কিংবা দশমী। দুর্গাপুজো শেষ। আচ্ছা, সে এল কবে? শুরু হয়েছিল পুজো? অথচ জামাকাপড় সব কেনা হল যে! খুব ছেঁড়া ছেঁড়া মনে পড়ছে যেন। শপিং মলের ঝলমলে আলোয়, ট্রায়াল রুমে ঢোকা-বেরোনো বার বার, আয়নায় ঘুরে-ফিরে নিজেকে দেখা, কোন ড্রেসের সঙ্গে কোন জুতো, কী কী অ্যাক্সেসারিজ, বন্ধুদের সঙ্গে দিন-রাত চ্যাট। হঠাৎ কখন কোথায় কীভাবে যেন সব বন্ধ হয়ে গেল। একটা ব্ল্যাকআউট। ব্যস। আর কিচ্ছু মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে, ওর হাসপাতালে বন্দি থাকার ফরমান জারি করেছেন ডাক্তারবাবু।

......

গুপি ছেলেবেলা থেকে দেখছে। পচা পাঁক, কাদাজল, লগি ঠেলে ঠেলে জলে ডোবা জংলা বাঁশঝাড় পেরিয়ে এই চড়া থেকে ঐ চড়া। রোজকার খেতখামারি। অসময়েও নদী মাছ দেয়। সকাল-সন্ধ্যায় ঝড়ে-শরতে কত রঙ। গাজন আছে। নবান্ন হয়। বনবিবির পুজো। বিশালাক্ষীতলার দুগ্‌গা পুজোও হয়। ভ্যান রিকসায় চোঙা ফুঁকে সার্কাস পার্টি আসে। এ তল্লাটে বড় একটা আসে না সার্কাস। হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার ঘাট পেরোনো বড় ঝকমারি। চারপাশে নোনাজল। উঁচু ঢিবিটার ওপর আড়াআড়ি বাঁশ। ত্রিপলের নিচে বউ-ছেলে-সংসার। হারানমাস্টার ডাকে, গুপি, কাঁধ দিবি চল। বাঁধ দেব। বাঁধের ওপর আবার সংসার। নতুন করে সাজানো। বাপ-ঠাকুদ্দার আমল থেকেই চলছে। কেবল অসুখবিসুখ করলেই ভুটভুটি চড়ে যাওয়া। খুব কমই ঘরে ফিরে আসে। মাইক বাজে, ত্রিপল আসে। বিডিও অপিসে ভিড়, জটলা। বান এলে চিঁড়েগুড়। আলপথে এক হাঁটু নোনাজলে দাঁড়িয়ে ঝিম ধরে গুপির। দুগ্‌গা আসে, দুগ্‌গা যায়। গুপির ঘর ছাওয়া হয় না। বাঁধ ভাঙে, কূল ছাপায়, নোনাজলে চড়া ডুবে যায়। এই জলে মা দুগগা দাঁড়াবে কোথায়?

......

কিউবিকলের ভেতরে এসি। কনকনে ঠাণ্ডা। টেবিলে এখনও অনেক কাগজ। ল্যাপটপে মেল ঢুকছে একের পর এক। ঋদ্ধির কবজির ঘড়িতে রাত আটটা চল্লিশ। মাত্র। কাল থেকে দু'দিনের ছুটির দরখাস্ত জমা দেওয়া। আজ ওভারটাইম। বিদেশি সংস্থা মা দুগ্‌গাকে চেনেনা। বাইরে আলোর রোশনাই। দূরে ঢাক বাজছে কোথাও? আবাসনের পুজোয় আজ মহুয়া আগমনী গাইছে। কনুইএর কাছে নতুন জামার গুটিয়ে থাকা হাতায় শিউলি সুবাস। ছুটিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলার স্কুলের ছুটি, বড়বেলার কলেজ কামাই আর

এই অবেলায় শুধু ছুটে পালানোর সাধ। ঋদ্ধির আনমনা আঙুল ছুটে চলে কী-বোর্ডে। কম্পিউটারে ভেসে ওঠে, আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে, কখন অন্যমনে। শারদীয়া শুভেচ্ছার কার্ড উঁকি দিয়ে দেখে টেবিলের ড্রয়ার থেকে। মা দুর্গার দুটি স্নিগ্ধ চোখে শিউলিধোওয়া আলো।

......

টেক্সাসের সন্ধ্যায় আরতির ব্যবস্থা নেই। অফিশিয়ালি দুর্গাপুজোর দিনক্ষণ পেরিয়ে গেছে। ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী ছিল সপ্তাহের মাঝখানে। ভাগ্যিস নবমী-দশমী উইকএন্ড। এই দুদিনেই গুছিয়ে নিতে হবে সারা সপ্তাহের পুজো। শর্মিষ্ঠার ব্যস্ততা বেশি। বয়সে তো বটেই, অভিজ্ঞতায় এই অঞ্চলে তার কদর করে সবাই। নিয়ম নির্ঘন্ট সব তাঁর মুখস্থ। পুজোতে পদ্মফুল পাওয়া যায় না এদেশে। হালকা গোলাপি গোলাপ দেওয়া হয় পদ্মের বদলে। দূর্বা তো নেই। পাশের লনে ঘাস ছাঁটার যন্ত্র চালিয়ে দ্রুত ঘাস কেটে নেন একমুঠো। ওর থেকেই ঝেড়েবেছে দূর্বা। উত্তর কলকাতার খড়খড়ি দেওয়া জানালা বেয়ে এই সময় সারিবাঁধা রোদ্দুর টুকরো। ঢাক বাজছে। কাঁসরের শব্দ। পুজোর ঘরে উপোসী মা মন্ত্র বলেন। চন্ডীপাঠ। সামনে মঙ্গলঘটে গঙ্গাজল, আমের সরা, সিঁদুরগোলা পুত্তলি। মায়ের লালপাড় তসরে ধূপের গন্ধ। হাতের মুঠোয় ঘেমে ওঠে বেলপাতা-কুচো গাঁদা। মন্ডপে অষ্টমীর অঞ্জলি শুরু হল বোধহয়। জবা, রঞ্জনা, নবনীতা ডাকতে এসেছে। অনভ্যাসে প্রথম শাড়ি পরার দিন। শর্মিষ্ঠা ছুটে বেরোতে চান আহিরীটোলার সেই ঘর থেকে। শাড়িতে হোঁচট খেয়ে তাকিয়ে দেখেন সামনে ঘাস ছাঁটার যন্ত্রটা হাঁ করে রয়েছে। হাসছে। বিদ্রুপের হাসি।

.........

গাঁয়ের নাম চরজাজিরা। গঙ্গায় জেগে ওঠা চর। নদিয়া আর হুগলির মাঝামাঝি। পাশের গাঁ যাত্রাসিদ্ধি। দুই গ্রামের উঠোনেই কুলকুল করে বয়ে যায় গঙ্গা। হু হু হাওয়া। গঙ্গা ভাঙলে ওদের সাকিন ভাঙে। বর্ষা নামলেই থই থই জল। ঘরের চালা পর্যন্ত ডুবে যায়। পুজো কোথায়? ঘটপুজো হয় নমো নমো করে। কালীমন্দিরে। নামেই মন্দির, আসলে টালির ঘর। পুরোহিত নেই, ফুল-বেলপাতা নেই, ঘন্টা নেই, কীর্তন নেই। বছরভর তালাবন্ধ। বন্যা হলে মন্দিরের চাল অবধি জল। নদীর হাবভাব বোঝা দায়। রাতবিরেতে কারও ব্যামো হলে পাঁচ জন লোক ডাকতেই হয়। একজন ভ্যান চালায় আর চারজন সেই ভ্যান ঠেলে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা-- এদের পুজো কোনওদিন সাঙ্গ হয় না। কৌশল্যার নিকোনো উঠোনে পাটকাঠির ঘরে বছরভর থাকেন তিন ফুট উচ্চতার মা দুর্গা। বাড়ির পুজো। গত বছর প্রতিমা ভাসান দেননি। এবারও সেই পুজো থাকবে দশমী পর্যন্ত। তারপর পুরনোটা যাবে গঙ্গার গর্ভে। নতুনটা আবার থাকবে বছরভর। বন্যা হলে, ঝড় হলে, তিনিও ভাসেন। দেবীকে তাই বছরভর জোর করে রেখে দেন কৌশল্যা। যদি পরের বার আসতে না পারেন? নীলকণ্ঠ পাখি এ পাড়ায় ব্রাত্য। মাকে আটকে রেখে দেন ওঁরা। পাখি আর

পৌঁছয় না মহাদেবের কাছে। দেবী আর আসবেন না কৈলাসে। মেঠোফুল খিলখিলিয়ে হাসে। শরতের বীণা বেজে ওঠে আহাম্মকের মতো। চর জেগে থাকে, ভেসে থাকে, ডুবে থাকে।

.........

সন্দীপ, শুভ্রনীল, শুভদীপ, ঝিলিক, সুতপা আর নন্দিনী। বার্মিংহাম থেকে অংশুমান, ওয়াশিংটনে সুমিত, কানাডায় শবরী, আলাবামায় সন্দীপ, লন্ডনে অমৃতা, জোহানেসবার্গে গৌরব। জয়দীপ ছুটি পায়নি। কেউ স্কুল, কেউ কলেজ। কারওর চাকরি আইটি সেক্টরে, কেউ বহুজাতিক কোনও ঝাঁ-চকচকে সংস্থার পাবলিক রিলেশনসে। ছাব্বিশ বছর পরে ওদের দেখা। হ্যাঁ, ছাব্বিশ বছর পরেই তো। সেই ১৯৯২-৯৩ তে ইউনিভার্সিটির গন্ডি পেরিয়েছিল সকলে একসঙ্গে। তখন তো এত মোবাইলের দাপাদাপি শুরু হয়নি। অনেকেরই বাড়িতে ল্যান্ডলাইন কানেকশনও ছিল না। অতএব ছিল চিঠি। হ্যাঁ, চিঠি। ই-মেল নয়। রীতিমতো হাতে লেখা, কখনও পোস্টকার্ড, কখনও নীলাভ ইনল্যান্ড। কবিত্ব করতে চাইলে চিঠির কাগজও মিলত। খামের ওপর ‘যাও পাখি বলো তারে’ লিখত না হয়ত। তবু লিখত। একটা পোস্টকার্ডে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পড়ার মত ছোট্ট খুদে খুদে অক্ষরে লিখত শুভ্রনীল। শুভদীপ তো জীবনানন্দ থেকে কোটেশন দেবেই দেবে। ভাগ্যিস সন্দীপ বিদেশ থেকে এগারো বছর পরে ফিরল। তাই তো সবাই এ ওকে ডেকে নিল ফেসবুকে। জমাটি আড্ডায় কখন নবমীর রাত কাবার। দশমীর ভোরের আলো ছুঁয়ে যায় শুভ্রনীলের চোখ। তোদের সব চিঠি আমি জমিয়ে রেখেছি, জানিস? তোদের কারও কাছে আছে, আমার লেখা কোনও চিঠি? না সব হারিয়ে গেছে?

......................

মধুখালি, বুধাখালি, কৃপাডাঙা, পায়রাখোলা, বামুনের চক, পাখিরালি পাড়া, মালসাভাতি-- মাতলার ধারে ধারে নীলকন্ঠরা নৌকা বায়। সেই নৌকায় থাকেন দুর্গাপ্রতিমা। নদীপথে প্রতিমা যান গ্রামে গ্রামে। বাড়ি থেকে পথ পেরিয়ে দলে দলে মানুষ ভিড় করেন একহাঁটু কাদায় ডোবা নদীর পাড়ে। কপালে হাত ঠেকিয়ে পেন্নাম। ভগবান স্বয়ং এসে হাজির ভক্তের দরবারে।

রাজবাড়ি থেকে উড়িয়ে দেওয়া নীলকণ্ঠ একবার উঁকি দেয় রেশমির জানালায়। রেশমির চোখদুটি জলে ভেজা। বন্ধ। পাশের যন্ত্রে ঢেউ খেলানো রেখায় ওর হৃৎস্পন্দন আঁকা হতে থাকে। হাতে শিরার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে জীবনদায়ী তরল। পুজোয় বন্দি রইল মেয়েটা। করপোরেট চাকুরে ঋদ্ধির মোবাইলের স্ক্রিনে নীলকণ্ঠের ছবি। স্ক্রিন সেভার। অফিস থেকে একদিনও ছুটি পায়নি ঋদ্ধি। নীলকণ্ঠের উড়ে যাওয়া ডানায় হারানমাস্টারের হাঁক, গুপি, বাঁধ দিবি চল। আহিরীটোলার পাড়া থেকে ইনল্যান্ড লেটারে খুদি খুদি অক্ষরে চিঠি লেখে খুকির মা, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না। যাত্রাসিদ্ধিতে

কৌশল্যার উঠোনের চারপাশে ভিড় করে প্রতিবেশি। কপালে জোড়হাত। মাতলার ধার ঘেঁষে পাখি ডানা ঝাপটায়। নদীপথে নৌকোর গলুই চোখে পড়ে। মায়ের মুখে মিষ্টির দানা, কপালে সিঁদুর। নীলকণ্ঠ উড়ে যায় কৈলাসের পথে। এইবারের মতো বিদায়।

..........................................................................................

**শ্যামলী আচার্য**
**৩৯৮ এ অশোক রোড, গাঙ্গুলিবাগান,**
**পো।অ। গড়িয়া**
**কলকাতা- ৭০০০৮৪**
**যোগাযোগঃ ৯৪৩৩৩-৩৫০৩০**

**Painting by PRITAMA KUNDU**

#এই জীবন
#ইলোরা চট্টোপাধ্যায়

মৃণালিনী অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলো। মুখের ভাষা যেন কেড়ে নিয়েছে কেউ। বুকের ভেতরে দামামা বাজছে। ফোনটার দিকে তাকিয়ে দেখলো আবার। প্রেমের শব্দে ভরে গেছে স্ক্রিন। এত প্রেম কোথায় ছিল! পাশাপাশি এক বাড়িতে থেকে, এক ঘরে রয়ে, এক খাটে শুয়েও তো জানতে পারেনি এত প্রেম এখনও আছে মানুষটার মধ্যে। ফোনের স্ক্রিনে কলেজবেলার বান্ধবীর সঙ্গে প্রেমের শব্দরা ভরে আছে। কোনোদিন কাটিয়েছে একটা অফিস ট্যুর, তার স্মৃতি রোমন্থন করে বিভোর দুজনে। শাওয়ার নিতে গিয়ে, বিছানায় কত স্বচ্ছন্দ দুজনে সেই গল্পে মশগুল হয়ে চ্যাট করা হয়েছে।
সকালের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ফোনটা বাজছিল বলেই অগ্নিভর ফোন ধরতে আসা, অফিসের ফোন ছিল। ফোন ফেলে বাজারে গেছে আজ। ফোন রাখার সময়েই অনন্যার মেসেজটা মৃণালিনীর সামনেই ফোনে ঢোকে
- কি রে উঠলি! তোর বউ কোথায়! মেসেজগুলো মুছে রাখিস। দেখতে পেলে আবার নাকে কাঁদবে, হাহাহা। মধ্যবিত্ত মানসিকতা তো আর একদিনে যাবে না তোর বউয়ের।
স্ক্রিনের ওপর এই মেসেজটা দেখে মৃণালিনীর কৌতূহল হয়েছিলো। পাসওয়ার্ড দিয়ে আইফোন টা খুলতেই অনন্যার মেসেজ, স্ক্রল করে ওপরে যেতে যেতে বাকি সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেল। ফোনটা রেখে দিল আবার নিজের জায়গায়।
ঘর থেকে বেরিয়ে লিভিংরুমের সোফায় গিয়ে বসলো ও। না, কান্না পাচ্ছে না। রাগ অভিমান কিছুই নয়। শুধু একজনের মুখটা ভাসছে চোখের সামনে। তার জন্য বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো আজ বহুদিন পর।
অগ্নিভ ফিরতে আর চোখাচোখি করলো না মৃণালিনী। ছেলে কলেজ বেরিয়ে গেল, মেয়ের ক্লাস টুয়েলভ, সেও বেরিয়ে গেল। অগ্নিভ অফিস যেতেই চুপ করে ভাবে মৃণালিনী। এত বছরের দাম্পত্যে কোনোদিন অন্য কারোর উপস্থিতি টের পায়নি ও। কিন্তু একটা মানুষ ১৩ বছর ধরে তার দাম্পত্যে রয়ে গেছে।
অগ্নিভ খারাপ স্বামী তো নয়, দায় দায়িত্ব, কর্তব্যে তার কোনো ত্রুটি রাখেনি। তাই মৃণালিনী নিজের জীবনে কোনদিন কাউকে আসতে দেয়নি। মনেই হয়নি কোনো ফাঁক আছে।
**
কিন্তু একজন তো ভীষন ভালোবেসেছিলো মৃণালিনীকে। অসম্ভব ভালো গান গাইতো আদিত্য। গানের ক্লাসেই আলাপ ওর সঙ্গে। চাকরির পাশাপাশি দক্ষিণীতে আসতো গানের চর্চা করতে। মৃণালিনীও ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে অবসরে গানের ক্লাস করতে ভর্তি হয়েছিলো।
একটা শনিবারের ক্লাসে আদিত্য প্রথম দেখেছিল ওকে। পিঠ পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুল আলগোছে বাঁধা , সাদা লাল সম্বলপুরী শাড়ি পরে গান গাইছে মৃণালিনী। সামনেই ২২শে শ্রাবণের অনুষ্ঠান। তাই সব ব্যাচের ছাত্র ছাত্রীরা জড়ো হয়েছিল একসঙ্গে। সেদিন আলাপ হয়েছিলো ওদের।
আজ কেন এসব মনে পড়ছে বারবার। আজ তো তার শোক করার কথা। আজ মৃণালিনী জানতে পেরেছে তার স্বামীর অন্য সম্পর্কের কথা, সেই শোক ভুলে সে কেন আদিত্যকে মনে করছে! কেন! প্রায় ছয় বছর হয়ে গেছে ওদের যোগাযোগ নেই। তাহলে আজ কেন মনে হচ্ছে তার কথা।

(২)

মৃণালিনী কিছুতেই সহজ হতে পারছে না অগ্নিভর সঙ্গে। এই প্রতারণা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি ও। বারবার মনে হয়েছে কেন! কিসের জন্য তাহলে আদিত্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ও! অগ্নিভর কলেজের এই বান্ধবী জানতো ওদের প্রেম করে বিয়ের কথা, তারপরেও ওরা ফিজিক্যালি ঘনিষ্ট হয়েছে। শরীর নিয়ে ছুতমার্গ কোনোদিনই নেই মৃণালিনীর। কিন্তু এই প্রতারণা তো ও করতে পারেনি , বরং যে বিয়ের পরে ভালোবাসার হাত বাড়িয়েছিল ও তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সংসারের জন্য, অগ্নিভর জন্য। নিজের বিয়ে বাঁচানোর জন্য ফিরিয়ে দিয়েছিল আদিত্যকে। ফোন খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো আদিত্যর নাম্বার। পেয়েও গেল। এই এত বছরে নাম্বার নিশ্চিত বদল হয়েছে। ফেসবুক খুলে খুঁজলো আদিত্য নারায়ণ ত্রিবেদীকে। মেসেঞ্জার খুলে টাইপ করলো

- তোমার ফোন নাম্বার পাওয়া যাবে!

সীন হলো না মেসেজ যদিও।

মেসেজ পাঠিয়ে বড্ড লজ্জা করলো মৃণালিনীর। আজ এত বছর পর এই যোগাযোগ কতটা শান্তি দেবে ওকে! কিন্তু এই অসম্মান, এই অপমান ও তো কাউকে বলতে পারবে না। ওর আপাত সুখী বিবাহিত জীবন লোকে দেখে। ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে সুখী সংসার লোকে দেখে। ওর রূপের কাছে এই সুখ যেন আলাদা মাত্রা যোগ করে। ও হয়তো শুধু আদিত্যকে জানাতে পারে নিজের যন্ত্রণার কথা।

(৩)

ফেসবুক খুলেও আদিত্যকে পায় না মৃণালিনী। ওর ফ্রেন্ডলিস্টে থেকেও ও কখনো আদিত্যর নামের পাশে সবুজ আলো জ্বলতে দেখেনি। এতদিন খেয়াল করেনি বিষয়টা। ফেলে আসা অনেককিছু মনের ভেতরে রয়ে গেছে ওর। সেই গানের ক্লাস, ক্লাসের শেষে কোনোদিন কফি খেতে যাওয়া একসঙ্গে। ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিল ওরা। আদিত্য বিবাহিত ছিল, একটা ছেলে ছিল, বউ বাচিক শিল্পী। গল্প হত প্রায়ই। একটা রবীন্দ্র জয়ন্তী থেকে গল্পগুলো জুড়ে থাকতো পরের রবীন্দ্র জয়ন্তী পর্যন্ত।

- কিছু বলার ছিল।

- হ্যাঁ , বলো।

- তোমার জন্য কেন জানি না বড্ড মন কেমন করে। তোমারও কি!

- এর কোনো উত্তর হয় না আদি। এর উত্তর খুঁজতে নেই।

- কিন্তু আমি যে অস্থির হয়ে যাই। গানের রেওয়াজ করতে বসলে তোমার মুখ মনে পড়ে। সপ্তাহ শেষের এই ক্লাসটার জন্য অপেক্ষা করি আমি।

- কিন্তু এটা ঠিক নয় তুমিও জানো। আমরা বিবাহিত, আমাদের সংসার আছে। তোমার বন্ধুত্ব আমার কাছে এত দামী, আমি হারাতে চাই না। কারণ সব কথা বলতে নেই। কিছু অনুচ্চারিত থাক আদিত্য। এটাই ভালো, এতেই শান্তি ।

এমন বহু কথা হত ওদের ভেতরে, সংসারের অশান্তি, মনখারাপ, অপমান আসতো গল্পের সূত্র ধরে। বাড়ি ফিরে একটা ভালোলাগা , একটা সুখ থাকতো দুজনেরই। এভাবে প্রায় তিনবছর কেটেছিল। তারপর আদিত্যর ট্রান্সফার হয়ে যায়, ব্যাঙ্গালোর হেড অফিসে। শেষ গানের ক্লাসের পর আদিত্য বলেছিল আজ ঢাকুরিয়া লেকে যাবে! আজকের পর আর এমন আবদার রাখব না। আমি চলে যাচ্ছি।

কি এক হারানোর কষ্ট শুরু হয়েছিল মৃণালিনীর ভেতরে সেদিন। কিন্তু ও বুঝেছিল আদিত্য এই ট্রান্সফার ইচ্ছে করে নিয়েছে। এভাবে ওদের দুজনের সুখ শান্তি সব নষ্ট হয়ে যেত নাহলে। সংসার ছেড়ে কেউই বেরোতে পারবে না, আবার পরস্পরের প্রতি এই ভালোলাগাও বেড়ে যাচ্ছে রোজ।

কথা হয়েছিলো, কলকাতা এলে দেখা হবে। ফোন, মেসেজ , ফেসবুক তো রইলোই। লেকের শান্ত জলের সামনে অনেক্ষণ বসেছিল সেই বিকেলটা ওরা। যাওয়ার আগে মৃণালিনীর হাতটা শুধু ধরেছিল একবার , তারপর অন্ধকারে মিশে গেছিলো আদিত্য। সেই রাতটা কিছুতেই ঘুম আসেনি মৃণালিনীর। বুকের ভেতরে উথাল পাথাল। কিন্তু তাকেও তো নিজের সন্তান সংসার সামলাতে হবে। আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠবে নিশ্চয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই প্রথম মনে হয়েছিল, কাল থেকে সে আর আদিত্য আর এক শহরে থাকবে না। গানের ক্লাস যেতে ভালো লাগতো না আর, গেলেই বারবার মন খারাপ করতো। এসবের থেকে বেরোতে বাড়িতে একটা গানের স্কুল খোলে মৃণালিনী। অল্প ছাত্র ছাত্রী নিয়ে শুরু করে, পরে বেশ ভালো আর বড় হয়ে ওঠে ওর গানের স্কুল ।

আদিত্য মাঝে মাঝেই ফোন করতো, মেসেজ হত। কবে থেকে যেন সেই সব বন্ধ হতে লাগলো। আদিত্য বুঝেছিল, মৃণালিনীর অসুবিধা হয় ফোন করলে। আকাশে মেঘ জমলে মেসেজ করতো মৃণালিনী, গভীর রাতে গান রেকর্ড করে পাঠাতো আদিত্য। সময় সবকিছুকে ম্লান করে দেয়। দূরত্ব, উচিত অনুচিত সব মিলিয়ে আদিত্যর সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে যায়। একটা সময় ফোন করাও বন্ধ হয়ে যায়। মেসেজও।

কিন্তু আজ বড্ড মনে পড়ছে কেন আদিত্যর কথা! এতটা ঠকে যাবে ও ভাবতে পারেনি।

৪)

সংসারের আবর্ত থেকে নিজেকে একটু একটু করে সরিয়ে ফেলতে থাকে মৃণালিনী। যা ও ভাবতো, স্বামীর একটা অ্যাফেয়ার হলে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত সেটা তো ও নিজে করতে পারছে না। ওর ছেলে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে পারেনি তো! অগ্নিভ ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে কুঁকড়ে গেছে কিন্তু চিৎকার করে বলতে পারেনি কেন, কেন করলে এটা! আমার সব অহংকার তুমি আর একজনকে দিয়ে দিলে!

এর মাঝে ছেলে চাকরি আর পড়াশোনার জন্য জার্মানি চলে গেল। মেয়েও বি টেক করতে চেন্নাইতে। বাড়িতে অখণ্ড অবসরে আদিত্য , অনন্যা সব যেন চেপে ধরতে লাগলো ওকে। আরো বেশি করে গানে ডুবে যেতে লাগলো ও, গানের প্রোগ্রামে নিজেকে উজাড় করে দিতে থাকে। অল্প হলেও নাম হয় খানিক। আদিত্য তারপর থেকে কোনো যোগাযোগ করে না, মেসেজ আনসীন হয়ে পড়ে আছে আজও। দেড় বছর কেটে গেছে,তবুও কিছুতেই মানতে পারে না মৃণালিনী, আদিত্য তাকে ভুলে যাবে।

একদিন অগ্নিভর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার আর অনন্যার সম্পর্কের কথা বলে মৃণালিনী। জানায় , সেই চ্যাটের কথা। জানায় দেড় বছর আগে ও দেখেছিল সেই সব চ্যাট, যাতে ওর বিশ্বাস ভেঙে গেছে। অগ্নিভ ভেঙে পড়ে, বারবার বিশ্বাস করাতে চায়, এমন কিছু হয়নি। এটা ওরা শুধু ইয়ার্কি করে চ্যাট করেছিলো।

- আমি এমন তোমার মনে হয়!

- আমি বিশ্বাস করতাম না হয়তো, কিন্তু নিজের চোখে দেখা জিনিসকে তুমি অবিশ্বাস করতে বলো!

- আমায় বিশ্বাস করো মৃণাল, এমন কিছু হয়নি আমাদের ভেতরে।

- আমার আর কিছু এসে যায় না, এই সংসার আমায় তোমার সঙ্গেই করতে হবে। আমি চাইলেও ছেড়ে যেতে পারছি কই।

- আমি তোমায় ছাড়া সংসার করতে পারব না মৃণাল। আমায় ছেড়ে যেও না প্লিজ। একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমি অনন্যার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখব না, আমায় বিশ্বাস করো।

- আমার কিছু এসে যায় না আর অগ্নি। আমি জানি আমায় কী করতে হবে।

- কী করবে তুমি! ছেলে মেয়ে পরিবারের কাছে আমায় এমন অপদস্থ করবে!

- তোমায় অপদস্থ করা মানে নিজেকে ছোট করা, হাস্যস্পদ করা সবার কাছে। সেটা তো করতে পারব না কোনোদিন তুমিও জানো।

- তাহলে!

- তাহলে কিছুই নয়। যেমন চলছে তেমন চলবে । শুধু তুমি সেই আগের মৃণালিনীকে আর পাবে না।

- এমন বোলো না, আমায় ক্ষমা কর তুমি।

- তোমায় আমি কবেই ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি আমার সন্তানদের বাবা। তোমায় চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি। আজ তাই এত অসুবিধা হচ্ছে আমার। তবে আমি জানি শরীর পুরোনো হয়ে যায়। তাই তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। রাগ আমার নিজের ওপর। আমি বড্ড পরে বুঝলাম।

- কী বুঝলে!

- কিছু না। বাদ দাও। এই নিয়ে আমরা আর কথা বলব না কোনোদিন।

(৫)

**

-তুমি!

- কি ভেবেছিলে! আমি তোমায় ভুলে গেছি।

- হ্যাঁ আদিত্য।

- তাই কখনো হয় মৃণালিনী! তোমায় আমি ভুলতে পারি! তুমি আমার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা।

- তাহলে মেসেজের উত্তর নেই কেন! দুইবছর! একবারও খোঁজ নাওনি! আমি তোমায় ছাড়া কেমন ছিলাম জানতে ইচ্ছে করেনি!

- করেছে মৃণালিনী। বহুবার করেছে। একা হলেই করেছে। বৃষ্টি ভেজা গাছের পাতা দেখলে করেছে, রবীন্দ্র সংগীত শুনলে করেছে! কলকাতা নামটা কোথাও শুনলে বড্ড মনকেমন করেছে। রাতে শুয়ে চোখ বুজলে রোজ মনে হয়েছে তুমি এসে শুয়েছ পাশটিতে। সেই পারফিউম স্প্রে করেছো

- আমার বড্ড কষ্ট আদিত্য। ভীষন কষ্ট পাচ্ছি।

- এসো, আমার কাছে, কিসের কষ্ট বলো।

- আমি কেন তোমায় ফিরিয়ে দিলাম আদি! কেন তোমায় ছুঁয়ে দেখলাম না! কেন এই এখনের মত বুকের ভেতরে ঘেঁষে দেখিনি তোমায় আগে!

- তোমার ঠোঁটগুলো এত নরম, এত সুন্দর। আহঃ! আমি ডুবে যাচ্ছি মৃণালিনী। আমায় কাছে আসতে দাও তোমার।

অ্যালার্ম ঘড়িতে ঠিক ভোর ৬টা। ধড়ফড় করে উঠে বসলো মৃণালিনী। কই! কেউ তো নেই। আদিত্য ! ঘরের দরজা তো বন্ধ। অগ্নিভ আর সে এক ঘরে আর থাকে না। তাহলে এই যে ওর ঠোঁটে চিবুকে গলায়, বুকের খাঁজে আদিত্য ছিল ,কোথায় গেল! হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মৃণালিনী। এসব স্বপ্ন ছিল! সত্যি আদিত্য আসেনি! কেন!

(৬)

অনেক চেষ্টা করে মৃণালিনী, আদিত্যর কোনো খোঁজ কিছুতেই যোগাড় করতে পারে না। আদিত্যর কোনো বন্ধুকে ও জানে না সেভাবে, আবার আদিত্যর প্রোফাইলে যায়। গিয়ে খোঁজে ওর অফিসের নাম। কোনো কলিগকে ও চেনে না। কিভাবে খুঁজে বের করবে! রোজ ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গে আর ভীষন ইচ্ছে করে ওর কষ্টগুলো আদিত্যকে জানাতে। ইচ্ছে করে, বুকের ভেতরে মুখ গুঁজে থাকতে। অন্য শরীরের কাছে আসা কি এত সহজ! জানে না মৃণালিনী। তানপুরা টেনে নেয় ভোরবেলা। আহির ভৈরব শুরু করে যখন , পুব আকাশে তখন লাল হয়ে সূর্য ওঠে।
অগ্নিভকে ক্ষমা করে দিয়েছে ও। ভোলেনি কিছুই, সেটা সম্ভবও নয়। তবুও সহজ ভাবেই কথা হয়। মেয়ের কাছে যাওয়া, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যাওয়া সব আবার স্বাভাবিক নিয়মেই চলে। শুধু আদিত্য বারবার আসে মনের ভেতরে। যেভাবেই হোক, আদিত্যকে একবার চাই ওর। একবার দেখা করতে হবে যেভাবেই হোক। মেসেজে লিখতো আদি,
মৃণালিনী তোমার নাম যতবার উচ্চারণ করি, আমার ততবার শিহরণ হয়। তোমায় ভালো না বেসে আমার উপায় নেই। তোমায় ভালোবেসেই আমার মুক্তি। তুমি ভালো না বাসলেও আমি ভালোবেসেই যাব। তুমি চাইলেও আটকাতে পারবে না।
মৃণালিনীর উত্তর দেওয়ার কিছু থাকতো না। একটা ভালোলাগা থাকতো আর কিছুটা মন খারাপ হত। পৃথিবীতে এমন ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে সেই সাধ্য কার আছে!
কিন্তু আদিত্য কোথায় গেল! কীভাবে খুঁজবে এই এত বড় পৃথিবীতে ওকে! নাম্বার বদল করে ফেললো, কই ওকে জানালো না তো। অভিমানে বুকের ভেতরে পাথর জমে। একটা আশ্রয় পেতে ইচ্ছে করে। জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করে কত কথা।
**
মৃণালিনীর বন্ধু চান্দ্রেয়ী থাকে দার্জিলিংয়ে। অনেকবার ওর কাছে আসতে বলেছে মৃণালিনীকে। ওখানকার কনভেন্টে পড়ায় চান্দ্রেয়ী। অগ্নিভ এবার ট্যুরে যাওয়ার কথা জানালে মৃণালিনী বলে সে দার্জিলিং যেতে চায়। অগ্নি আপত্তি করেনি। আজকাল সব কিছু মেনে নেয়। একটা ভুল করার পর সেটা যে আর শোধরানো যাবে না সেটা ভেবেই কুণ্ঠিত থাকে। এরপর অনন্যা অনেক মেসেজ করেছে। অগ্নি কমিয়ে দিয়েছে যোগাযোগ। সংসার, সন্তান বা স্ত্রীকে হারাবার বড্ড ভয় ওর। কী করে এই এত বড় ভুল ও করেছিলো ভাবলে নিজের কাছে লজ্জা করে।

মৃণালিনীর এই প্রথম একা বেড়াতে যাওয়া। ওর কোনোদিন মনে হয়নি অনন্যা ওকে হারিয়ে দিয়েছে বা ও হেরে গেছে। ভাবেনি একবারও , কি নেই আমার যে অগ্নি আমায় ভুলে অনন্যার সঙ্গে একটা সম্পর্কে ছিল। বরং ও মনে করে , অগ্নি ওর ভালোবাসার যোগ্য নয় আর। আর এই আত্মবিশ্বাস ওকে আদিত্য দিয়েছিল। বারবার বলতো, মৃণালিনী তুমি নিজেকে ইউনিক ভাবো। ভাবো তুমিও স্পেশাল একজন। তোমার যা যা গুণ আছে, অনেকেরই নেই। মাথা নিচু করে থাকবে না কোনোদিন। মৃণালিনী চায়ের ভাঁড় হাতে অবাক হয়ে শুনতো। নিজেকে দামী, মহার্ঘ্য তো কোনোদিন মনেই হয়নি। বাপের বাড়িতে দুই ভাই বোন ওরা, খুব সাধাসিধে হয়ে বড় হয়েছিল। মা খুব রাগী ছিলেন, ভুল করলেই ভীষন বকুনি কখনো মার।

খানিক জড়তা ছিল তাই ওর ভেতরে। মা বাবা যদি সন্তানের ভেতরে আত্মবিশ্বাস না জাগিয়ে দেন, কে আর দেবে! তিন বছর আদিত্য বুঝিয়েছিল। আর ও সংসারের ব্যস্ততায়, ওর মত বিবাহিত সুখী মানুষের অন্য পুরুষকে ভালোবাসা অনুচিত ভেবে কত সহজে এড়িয়ে গেছিলো আদিত্যকে।

* (৭)

আজ দার্জিলিং এলো মৃণালিনী। বহুবার আগেও এসেছে, কিন্তু একা এই প্রথম। খারাপ লাগছিল প্রথমে, কিন্তু বাগডোগড়ায় নেমে চান্দ্রেয়ীকে এতদিন পর দেখে মন ভালো হয়ে গেল ওর। সারা রাস্তা অনেক কথা হলো। মৃণালিনী যদিও শুনছিল বেশি। পাহাড়ের খাঁজ থেকে মেঘেরা যতবার ওকে ছুঁয়েছে ততবার ওর মন ভালো হয়ে গেছে। আসার পথে মেয়ে নিধি একবার ফোন করেছিল, মাম্মা সাবধানে যেও। কাল রাতে ছেলে জার্মানি থেকে ফোন করে জানিয়েছে নতুন চাকরির খবর, মা একা বেড়াতে যাচ্ছে শুনে অবাক হয়ে গেছিলো প্রথমে। তারপর বলেছে, প্রাউড অফ ইউ মা। তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চলাফেরা করতে পারছ। আমার খুব ভালো লাগছে শুনে। অগ্নিভ বলেছিল, আমায় তোমার আর প্রয়োজন নেই নাহ! এর কোনো উত্তর নেই ওর কাছে। চুপ করে মুখে ক্রিম মেখেছে। নাহলেই মনে পড়বে অনন্যার চ্যাটগুলো। না আর ভাবতে চায় না এসব। ওই একটি অপরাধ ছাড়া অগ্নিভকে আর কোনো কারণে দোষারোপ করা যায় না। কাজ কর্ম, কর্তব্যে কোনো ত্রুটি নেই ওর। আদিত্যর যেমন ওকে ভালো লেগেছিলো, অগ্নির সেইরকম ভাবে অনন্যাকে হয়তো। হিসেব মেলাতে চায় মৃণালিনী। অংকের মত সমাধান আনতে চায় ব্যক্তিগত সম্পর্কে। সব হিসেব কি এভাবে মেলে!

***

উইকেন্ড দুদিন ম্যালে বসে, এদিক সেদিক হেঁটে কেটে গেলো। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে মৃণালিনীর । জানলা খুলে দিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট দেখা যায় ওর ঘর থেকে। আজ সোমবার। চান্দ্রেয়ী স্কুল বেরিয়ে গেছে সকাল সাতটায়। মৃণালিনীও চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে এদিক সেদিক হেঁটে একটু বাজার করে ফিরে গিয়ে রাঁধবে। সেই মত সালোয়ার কামিজের ওপর একটা সোয়েটার চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো ও। ঠাণ্ডা আর রোদ্দুর মিলে এত আরামপ্রদ লাগছিলো হাঁটতে, বেখেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি থেকে বেশ অনেকটা চলে এসেছিল মৃণালিনী। ফেরার পথে ম্যালে একটা ফাঁকা বেঞ্চে দেখে বসে পড়লো চা খেতে। চা খেতে খেতে মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেলো আদিত্যকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ফটো তুলছে একমনে। ওকে দেখে এত অবাক হয়ে গেছে মৃণালিনী, বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস আওয়াজ হচ্ছে ওর। ও যে ডাকবে, গলা যেন কেউ চেপে ধরে আছে ওর। চায়ের দাম মিটিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখলো আদিত্য নেই। ভীষন দিশেহারা হয়ে গেলো মৃণালিনী। তাড়াতাড়ি করে এগুতে লাগলো, একটু হাঁটার পর দেখলো, ম্যালের পাশের রাস্তা ধরে চলেছে আদিত্য। ব্যাগটা সবজি আর চিকেন নেওয়াতে ভারী হয়ে গেছে, জোরে হাঁটতেও পারছে না আদিত্যর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কোনো মতে ডাকলো, আদি, আদিত্য। দাঁড়াও প্লিজ।

(৮)

আদি, দাঁড়াও প্লিজ। আমি, মৃণালিনী।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে লাগলো মৃণালিনী। কিছুতেই যেন পৌঁছাতে পারছে না আদিত্যর কাছে। কেন ওর গলা শুনতে পারছে না আদিত্য! কাঁধে বাজারের ভারী ব্যাগটা চেপে বসে আছে। পাহাড়ি পথে ছুটতে ছুটতে হাঁফিয়ে উঠেছে মৃণালিনী। আদিত্য একটা রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। পায়ে পায়ে আদিত্যর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আলতো হাত রাখে ওর কাঁধে, আদিত্য শোনো। চমকে যিনি পিছন ফিরলেন তাকে হুবহু আদিত্যর মত দেখতে, কিন্তু তিনি আদিত্য নন। পৃথিবীর ৬জন একরকম দেখতে মানুষের ভেতরে তিনি একজন। প্রায় আদিত্য, কিন্তু আদিত্য নয়।

- কিছু বলছেন!

- ন নাহ। আমায় মাপ করবেন। আমি একজন ভেবে আপনাকে ভুল করেছি। সরি।

- আরে এমন করে কেন বলছেন। হতেই পারে। আপনি বসুন এখানে। হাঁফিয়ে গেছেন তো।

- না না ঠিক আছে। আ আমি আসি।

- কোথায় যাচ্ছেন! বসুন চুপ করে। জল খাবেন! এই নিন। কি হয়েছে আপনার! কাঁদছেন কেন! কী হয়েছে বলুন। আপনি কোথায় থাকেন! চলুন আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

- আমি আসি।

- বেশ। পারবেন একা যেতে! আমি এগিয়ে দিয়ে আসি। প্লিজ।

- কেন!

- কারণ আমায় ভুল মানুষ ভেবে আপনি আমার পিছন পিছন এসেছেন। নাহলে তো এতদূর আসতেন না। তাই আমারও কিছুটা দায় আছে বৈকি।

- বেশ। চলুন।

- ব্যাগটা দিন আমায়।

- আপনার নাম কী!

- আদিত্য নয়। হাহাহা। আমি অরিত্র। অরিত্র চক্রবর্তী।

- আচ্ছা। কিছু মনে করবেন না। আমি ভুল করে ফেলেছি।

- আরে হাসলাম বলে কিছু মনে করলেন নাকি!

- না না। ভুল তো আমারই

- না, ম্যাডাম । চিনতে ভুল করে ফেলেছেন এই যা। বাই দ্য ওয়ে ,আপনার নাম !

- আমি মৃণালিনী সেনশর্মা।

- এখানে বেড়াতে !

- হ্যাঁ বেড়াতেই বলতে পারেন। আপনি!

- আমিও। আমার তো সঙ্গী কেউ নেই, তাই একাই আসি।
- কেন আপনার পরিবার! তারা আসে না!
- পরিবার! আমার পরিবার আমার থেকে আলাদা থাকেন।
- ওহ সরি।
- না না আপনি জানবেন কী করে।
- এই নিচের রাস্তায় আমার বাড়ি। দিন ব্যাগটা। ধন্যবাদ।
- আপনার বাড়ি!
- আমার বন্ধু থাকে। আমি কিছুদিনের জন্য এসেছি। আমি আসি।

ব্যাগটা নিয়ে প্রায় একপ্রকার ছুটে বাড়ি এলো মৃণালিনী। ব্যাগটা টেবিলে রেখে একগ্লাস জল নিয়ে এসে বসলো জানলার ধারে। অরিত্রকে আদিত্য ভেবে কী ছেলেমানুষী করে ফেললো আজ। এভাবে কোথায় কোথায় খুঁজে বেড়াবে আদিত্যকে ও! যে নিজে ধরা দিতে চায় না, তাকে কী সত্যি খুঁজে পাওয়া যায়! আচ্ছা, কেন খুঁজছে ও আদিত্যকে হঠাৎ এতদিন পরে! শুধু অগ্নিভ ভুল করেছে বলে ওর আদিত্যকে প্রয়োজন! এতদিন তো এমন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়নি! আজ কেন তাহলে খুঁজছে! জানতে চায়নি এতদিন তো কেমন আছে আদিত্য! আদিত্য ওকে সত্যি ভালোবেসেছিলো, আর ও কি করছে! ও একটা অবলম্বন খুঁজছে। সেটা অবশ্যই আদিত্য ছাড়া আর কেই বা আছে ওর, যাকে ও বলতে পারবে সব!
মনটা শান্ত হয়ে আসে মৃণালিনীর। আদিত্যর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, ভালো থেকো আদিত্য। ভালো থেকো। তোমায় আমি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। তুমি ভালোবাসতে ,আমি সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য দিইনি। কিন্তু অগ্নির ব্যাপারটা জানার পর আমি তোমার ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছি। তাহলে আমার ভালোবাসা কোথায়! আমি অন্যায় করেছি তোমার প্রতি আদি। এও অপরাধ একপ্রকার । তুমি যেখানেই থেকো, ভালো থেকো।

এরপর থেকে মৃণালিনীর অশান্ত ভাব অনেকটা কমে গেছে। দার্জিলিং থেকে ফিরে গানের স্কুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বেশি করে। এর ভেতরেই বেশ ভালো সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী হয়েছে ওর। তাদের নিয়েই দিব্যি কাটিয়ে দেয় মৃণালিনী। এক একদিন আদিত্যকে মনে পড়ে, ফেসবুক খুলে ওর প্রোফাইলে যায়। কিছু ছবি দেখে। মনটা ভালো হয়ে যায় । এই একাউন্টটা বোধহয় ব্যবহার করে না আর। দুই বছর আগের পোস্টিং , তারপর কোনো পোস্ট নেই। ব্যস্ত মানুষ, মনে মনে ভাবে মৃণালিনী। তার কি ফেসবুক করার সময় আছে! যাক, অবশেষে ওকে ভুলে গেছে। একদিক দিয়ে ভালোই। নিজের সংসার সামলে রাখবে।
**
(৯)
আজ সকালে একটা গানের অনুষ্ঠান আছে জোড়াসাঁকোয়। খুব এক্সাইটেড হয়ে আছে এই অনুষ্ঠান নিয়ে মৃণালিনী। অগ্নিভও আজ যাচ্ছে ওর গ্রুপের সঙ্গে। ছেলে বুবাইও যাচ্ছে। কিছুদিন ছুটিতে এসেছে দেশে। মায়ের অনুষ্ঠান নিয়ে খুব উত্তেজিত। আজ একটা সাদা ঢাকাই পরেছে মৃণালিনী। সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ। এমারেল্ডের গয়না গলায় ,কানে, হাতে। অগ্নি গাড়ি চালাতে চালাতে বারবার দেখেছে বউকে।

আজ মৃণালিনীর একটা জায়গা তৈরি হয়েছে নিজের ক্ষেত্রে। সেই ঘটনার পর থেকে ভীষনভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে ও, সরিয়েও নিয়েছে । থাক, যাতে ভালো থাকে, থাকুক।

অনুষ্ঠান শেষে, দেখা হয়ে গেলো দক্ষিণীর আরো কিছু পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। সবাই অনেকদিন পর দেখা করে গল্প করতে লাগলো। মৃণালিনী অগ্নিভ আর বুবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। ছাত্র ছাত্রীরাও তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে বাড়ির পথ ধরলো। আর ওরা সব পুরোনো বন্ধুরা মিলে একটা কফি শপে ঢুকলো । অনেক গল্প ,হাসি মজায় কেটে গেল দুপুরটা। কফি শপের বাইরে দাঁড়িয়ে তনিমা বলল, এই তোরা আদিত্যর খবর শুনেছিস। আমাদের ব্যাচের সব ছেলেদের মধ্যে ওই সব থেকে ভালো গাইতো। কী রে মৃণালিনী, তোর সঙ্গে যোগাযোগ নেই! তোরা খুব বন্ধু ছিলি তো!

- না, আমার সঙ্গে প্রায় পাঁচ বছর কোনো যোগাযোগ নেই রে। মাঝে খুব খুঁজেছিলাম ফেসবুকে, কিন্তু ও বোধহয় সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল করে না। তুই জানিস কিছু! বুকের ভেতরে দ্রিম দ্রিম মৃণালিনীর।

- আরে খুব খারাপ খবর রে, তিন বছর আগে হঠাৎ ম্যাসিভ স্ট্রোকে আদিত্য মারা গেছে। ওর বউ আর আমার ননদ তো এক অফিসে কাজ করতো। সেখান থেকেই শুনলাম। এত খারাপ লেগেছিলো শুনে।

**

(১০)

রাত প্রায় দুটো। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে মৃণালিনী। আদিত্যর খবরটা শুনে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলো ও। বন্ধুরা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে মৃণালিনী। এই এক পৃথিবীতে ও আর আদিত্য নেই আর, এই এক আকাশের নিচেও নেই। মহাশূন্যে কোথায় মিলিয়ে গেল ও, এতদূরে বসে জানতেও পারলো না মৃণালিনী। বিড়বিড় করে বললো মৃণালিনী, আদি, তুমি দূরে যাওয়ার পর থেকে তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম, আজ আরো দূরে চলে গেছো। আজ থেকে আরো ভালোবাসব। আগে তুমি জানতে পারোনি, আজ থেকে জানতে পারবে। আমায় আর তোমাকে খুঁজতে হবে না, এই আকাশের নিচে এলে ঠিক পেয়ে যাব তোমায়। পাবই।

সমাপ্ত

বইবাজার

রিমি মুৎসুদ্দি

মেরিলিন মনরোর রাতপোশাক পরা প্রচ্ছদের ওপর তেরছাভাবে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। গলিটা বড় সরু। সূর্যের আলো অপ্রতুল এখানে। গলির দুদিক দিয়েই সরু নদীর স্রোতের মতো বইয়ের সারি। হাটবারের মতো রবিবার এখানে বইবার। অর্থাৎ বইবাজারের দিন। কোনো দোকান নয়, রাস্তার ওপর হাটে বসা সব্জিবিক্রেতাদের মতো অজস্র বইয়ের দোকান। কোথাও ২০০ টাকা প্রতি কেজি কোথাও ৩০০ টাকা প্রতি কেজি।

প্রথমবার দরিয়াগঞ্জে এসে হকচকিয়ে গিয়েছিল আর্য। কিলোদরে বই বিক্রি ও আগে দেখেনি কোথাও। শেয়ালদায় কিলোদরে খাতা বিক্রি হতে দেখেছে। কিন্তু বই? তাও আবার ইংরাজি নভেল? একটু পুরোন ক্ষতি নেই। কিন্তু টলস্তয়, দস্তভয়েস্কি, কাফকা, কামু, মার্কেজ, হেমিংওয়ে, সল বেলো কী নেই, এই বইবাজারে? ঋষভের থেকে টাকা ধার নিয়ে বেশ কয়েকটা বই সেবার ও কিনেছিল।

আর্যর ইউনিভার্সিটির বন্ধু ঋষভ এখানকার স্থানীয় ছেলে। মাঝেমাঝে হোস্টেলে এসে ওর সাথে রুম শেয়ার করে থাকে। এই এত বইয়ের পাহাড়ে ওকে ভেবলে যেতে দেখে ঋষভ খুব হেসেছিল। বলেছিল,

-ইয়ার ইয়ে দিল্লি হ্যায়। হিঁয়াকে সব চিজো কামাল হ্যায়। থোড়া দিন জানে দো খুদ বা খুদ সমঝ যাও গে।

জওহারলালনেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতন্ত্রের ছাত্র আর্যনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বোঝার বিষয়টা টের পেয়েছিল খুব শীঘ্রই। জেএনিইউ-এর মধ্যে একটা দিল্লি আর জেএনিইউ-এর বাইরে আরেকটা দিল্লি। এটা ও বুঝেছিল। এই দুটো দিল্লি সম্পূর্ণ আলাদা মনে হত ওর।

গাঢ় লাল লিপস্টিকের তলায় লেখা 'মেময়ারস অফ অ্যা গেয়েইশ্যা'। লেখকের নাম পরিচিত নয়। কিন্তু প্রচ্ছদটা খুব আকর্ষণীয়। বইটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শুনতে পেল 'কিনেই নাও। বেশি দাম নয়। বইটা পড়ে দেখো।'

কথাটি যে বলল সে আর্যর পরিচিত নয়। সম্ভবত ওর সমবয়সী বা ওর থেকে একটু বড়ই হবে। একটা লম্বা ছিপছিপে মেয়ে। উত্তর ভারতের জাঠ, পাঞ্জাবী বা হরিয়ানভি মনে হয়। আর্য মেয়েটার দিকে তাকাতে সে বলল, 'আমার নাম শিখা। তুমি জেএনিউতে পড়ো তো? তুমি করেই বললাম। আমার থেকে

জুনিয়ার তুমি। মাঝেমাঝে দেখি তোমায় বইবাজারে। বই পড়তে খুব ভালবাস নিশ্চয়ই? তাই অতদূর থেকে এখানে আসো।'

ওহ! তাহলে জেএনইউ-র সিনিয়র কেউ। কিন্তু আর্য তো সবে এসেছে। বোধহয় ফ্রেশার্স পার্টিতে দেখেছে। আর্য মনে করার চেষ্টা করল। হোস্টেলের ক্যান্টিনে ওদের কজন প্রথমবর্ষের ছাত্রকে সিনিয়াররা এমফিলের সিনিয়ার দিদিদের গোলাপ ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করতে বলেছিল সেদিন। আর্য স্মৃতিকণাদিকে সেই গ্রাজুয়েশনের সময় থেকেই চেনে। প্রচুর নোটস রেফারেন্স পেয়েছে ওর কাছে। তাই সেফজোনেই খেলাটা খেলে। স্মৃতিকণাকেই গোলাপ দিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিল। পরে দুজনেই খুব হেসেছিল। আর্য মনে করতে পারল না এই মেয়েটাকে কোথাও দেখেছে কি না?

-কোন ডিপার্টমেন্ট?

-সোশিও।

-ও, আচ্ছা। এম ফিল?

-কেন এম ফিলের মেয়েদের প্রপোজ করেছিলে তাই?

-ওহ! আপনি তাহলে সেদিন...

দুজনেই হেসে ফেলে। র‍্যাগিং-এর মজাটা কিন্তু খুবই ইনোসেন্ট। যদি অবশ্য মাত্রাটা ঠিক থাকে। আর অত আপনি আপনি না করলেও চলবে। আমাদের হিন্দিতে 'আপ'-শব্দটা শুনতে যতটা ভাল লাগে, বাংলায় কিন্তু তুমি বা তুই শব্দটা বেশি ভাল লাগে। হিন্দি তে তু অর্থে অসম্মান বোঝায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু বাংলায় তুই মানে বেশ একটা কাছের মনে হয়।

-তুমি তো খুব ভাল বাংলা বলতে পারো? একদম ঝরঝরে।

-এত বছর জেএনইউ-তে আছি। আর সব বন্ধুই তো বাঙালি। তাই শিখে গেছি।

-তুমি বইবাজারে সকালে এসে ভাল করেছ। এখানে রাত্রে একা এসো না। দিল্লিকে আগে ভাল করে জানো তারপর একা ঘুরো।

-তোমার নিশ্চয়ই দিল্লি শহরটা খুব ভাল করে চেনা। তোমার বাড়ি কি দিল্লিতে?

শিখা হঠাৎ চুপ করে গেল। এতক্ষণ একটা হাসির আভা ছিল ওর মুখে। অথচ এই প্রশ্নটার পর কেমন যেন ম্লান মনে হচ্ছে ওকে।

কোনো উত্তর কিন্তু শিখা ওকে দিল না। চুপচাপ ওরা দুজনে হাঁটতে থাকে। বাল্লিমারান পর্যন্ত পৌঁছে আর্যই আবার কথা বলে।

-দিদি তুমি গালিবের বাড়ি নিশ্চয়ই বহুবার দেখেছ? এতদূর এলাম। দেখেই যাই কবিতার তীর্থক্ষেত্র।

-হ্যাঁ চলো। আমিও যাচ্ছি। গালিবের বাড়িতে তো প্রতিদিনিই যাই। জেএনইউ ছাড়ার পর থেকে এখন এখানেই থাকি। কাছাকাছি।

কথাটা শুনে আর্য অবাক হল। ও ভেবেছিল এমফিলের সিনিয়র। অথচ জেএনইউ ছেড়ে দিয়েছে? তাহলে এখানে থাকে? এই কাছাকাছিই কোথাও বাড়ি? বইবাজার থেকে প্রচুর বই কিনেছে ও। দুহাত ভরা বইয়ের প্যাকেট। কিন্তু শিখার হাতে কোনো বই নেই। তার মানে এখানেই বাড়ি। প্রায়ই আসে হয়ত। আজও ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে?

গালিবের বাড়ি দেখে আর্য মেট্রোর পথ ধরে। অনেকটা পথ ফিরতে হবে ওকে। শিখাকে বিদায় জানিয়ে একটা রিকশায় উঠে পড়ে ও। স্মৃতিকণাদি অথবা ঋষভকে জিজ্ঞেস করবে ভাবে। শিখা- বলে কেউ আমাদের ডিপার্টমেন্টের এমফিলের ছাত্রী ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছে মাঝপথে? কোর্স কমপ্লিট না করে?

এরকম তো কতজন এমফিল মাঝপথে ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই মেয়েটার মুখচোখ বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই কেমন ম্লান হয়ে গেল! হাতে বইয়ের প্যাকেটের দিকে চোখ পড়তে ওর মনে হল, শুধু ইতিহাস নয় মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আনন্দ বেদনার সব গল্পেরা এই কিলোদরে বিকানো উপন্যাসে নয়। শাহিদিল্লির কালিধুলোময় রুখু বাতাসেও মিশে আছে।

সেদিন রাত্রে হোস্টেলের ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে শোনে ওর একটা ফোন এসেছিল। একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করছিল, ও ফিরেছে কিনা? রিসপেশনে বলেছিল,হ্যাঁ ফিরেছে। লাইনটা ধরতে বলেছিল মেয়েটাকে। ডেকে দিচ্ছে আর্যকে। কিন্তু মেয়েটা বলল, তার প্রয়োজন নেই।

আর্য অবাক হয়ে যায়। কে ওকে হোস্টেলের রিসপেশনে ফোন করবে? ওর কাছেই তো মোবাইল আছে। যার প্রয়োজন সে তো মোবাইলেই ফোন করতে পারে।

এর দুদিন পরে আর্য রাতে ডিনার সেরে একটা বই নিয়ে বসেছিল। অশোক আর ঋষভ বলল, চল সিগারেট খেয়ে আসি। একটু হেঁটেও আসি চল।

বন্ধুদের সাথে যাবে বলে ও নীচে এসেছে আর রিসপেশনের ছেলেটা বলল, আপকা ফোন।

-কেমন আছ আর্য? চিনতে পারছ গলা শুনে?

আর্য বেশ অবাক হয়।

-আরে আমি। শিখা। শিখা মিঙ্গলানি। তোমার হরিয়ানভি দিদি। সেদিন দরিয়াগঞ্জে দেখা হল। গালিবের বাড়ি। এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই? অবশ্য তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়াই মানুষের স্বভাব।

-না না দিদি। চিনতে পারছি। মনে আছে সব। কেমন আছ তুমি?

-বঢ়িয়া। তুম?

-আমিও বঢ়িয়া আছি দিদি। তুমি জেএনইউ-তে আসলে জানিও? দেখা করব।

-পুরানা দিল্লি দেখবে তো এই রোববার আবার বইবাজারে চলে এসো। আমি এখানেই থাকি। খুব ভাল করে ঘুরে দেখিয়ে দেব। মনে হবে টাইমট্রাভেল। পুরানা দিল্লিতে এলে মানুষের শতচ্ছিন্ন ইতিহাস অথবা কিসস্যারা কত শতাব্দী পিছিয়ে যায় দেখবে এসো।

ফোন রেখে দিল শিখা। আশ্চর্য! সময় তো বলল না? শুধু বলল বইবাজার। আর্য বন্ধুদের সাথে পায়চারি করতে বেরিয়ে পড়ল।

কদিন পড়াশোনায় মন বসাতে পারল না ও। আর কোনো ফোন আসেনি। কিন্তু রোববার যাবে কিনা ভেবেছে ও। কাউকে বলা হয়নি শিখার কথা। একজন সিনিয়ার এমফিল পড়তে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে হয়ত। সঠিক কিছুই জানেনা। দিল্লিতে এরকম পথে আলাপ হওয়া কারও সাথে কি দেখা করা উচিত হবে? স্মৃতিকণাদি ওকে বলেছে দিল্লি মেয়েদের জন্য খুব একটা সেফ নয়। বিশেষ করে রাতের দিল্লি। শুধু মেয়ে কেন নতুন আসা কারোর জন্যই দিল্লি খুব একটা সেফ নয়। স্মৃতিকণাদিকে বলে দেখবে শিখা মিঙ্গলানি বলে কাউকে চেনে কিনা?

সেদিন আবার ফোন এসেছিল।

-তাহলে আসছ তো? আর অত সকাল সকাল এসো না। সুর্যের ঝলমলে আলোয় তো একবার দেখেইছ চাঁদনি চক। এবার আলোর রোশনাইতে শাহাজাহানাবাদ দেখবে তো চলে এসো? ঠিক বিকেল পাঁচটায়।

-কিন্তু আমাকে তো এতটা পথ ফিরতেও হবে।

-সে তো মেট্রোতে ফিরবে তুমি। কোনো অসুবিধা হবে না তোমার।

ক'দিন আর্যর বেশ ছটফট করেই কেটে গেল। রোববার যত কাছে এগিয়ে এল ও যাওয়ার তাগিদ প্রবলভাবে অনুভব করল। বিকেল পাঁচটার মধ্যে দরিয়াগঞ্জ বইবাজারে পৌঁছে গেল ও। কিন্তু ঠিক কোথায় অপেক্ষা করবে? মনে পড়ল একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে ও 'মেমোয়ারস অফ গেইশ্যা' বইটা নেড়েচেড়ে দেখছিল। সেখানেই শিখা নিজে এসে ওর সাথে কথা বলেছিল।

আর্য সেই ল্যাম্পপোস্টের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না অবশ্য ওকে। সবুজ একটা সালোয়ার পড়েছে আজ শিখা। বেশ ঝলমলে লাগছে ওকে।

-চলো ঈশ্বরের আবাসন জামা মসজিদ দিয়েই শুরু করি।

মসজিদের কাছেই যে সরু গলিটা সেখানে থেকে ভেসে আসছে গজলের সুর। সুর শুনেই মনে হয় সুফি-সাধকদের গলার স্বর। মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজানের শব্দও ভেসে আসছে। ব্যাবসায়ী কারবারিদের হাঁকাহাঁকি, কাবাবের দোকানগুলো থেকে মাংস পোড়ার গন্ধ, লস্যি, হালুওয়াই-এর দোকানে উপচে পড়া ভিড়। চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। এর মাঝে পড়ন্ত রোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে আর্য। সঙ্গে প্রায় অচেনা একটা মেয়ে। সবুজ সালোয়ারে শিখাকে শুধু সুন্দরই লাগছে না, মনে হচ্ছে জন্ম জন্ম যেন পুরানা দিল্লিতেই ওর ঘর। এখানকার হইহল্লা, ব্যাবসা, আল্লাহর সাধনা- এসব নিয়েই শিখার অস্তিত্ব।

এতটা পথ কখনও রিকশা কখনও ই-রিকশায় চেপে ওরা ঘোরাঘুরি করতে করতে আবার যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে আসে। সেই ল্যাম্পপোস্টের তলায়। ঝুপ করে রাত নেমে পড়ে এখানে। বইবাজারে বিক্রেতারা দোকান গুটিয়ে ফেলার তোড়জোড় করছে। ল্যাম্পপোস্টের তলাটা ফাঁকা। আলোও জ্বলেনি এখনও। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আর্য মনেমনে ভাবে, আবার কেন এখানে ফিরে এলো শিখা?

-যেখান থেকে শুরু সেখানেই শেষ হওয়া ভাল।

আর্যর মনের কথা শুনে শিখা উত্তর দিল কি? কিন্তু কিসের শুরু কিসের শেষ?

-কিসস্যা। এই শহরে তো হরবখত কিসস্যা জন্ম নেয়। এই যে তোমার সাথে পরিচয় হল এটাও তো একটা কিসস্যাই। হয়ত শুরু।

আর্য বুঝতে পারেনা কী বলতে চাইছে শিখা? ওর চোখে চোখ রেখে সবুজবসনা অপরূপ সুন্দরী বলে ওঠে, ‘চিন্তা নেই। কিসস্যা শেষও হতে পারে’।

আর্য কেমন একটা হকচকিয়ে যায় কথাগুলো শুনে। শুরু শেষ কিচ্ছু বুঝতে পারছে না ও। আর তখনই বোধহয় আর্যর এই ভাবটা খেয়াল করেই শিখা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে, ‘এটা একটা এতিমখানা। দিল্লিতে কত এতিম যে পথেঘাটে পড়ে আছে! শুধু এতিম? সারা পৃথিবীর কত কোণা থেকে মানুষ আসে এই শহরে। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন। এই জায়গা, এই এতিমখানা, এগুলো তো ছিলই না আগে। এখানে ট্রাম চলত। অথচ পাঞ্জাব পাকিস্তান থেকে এত লোকের চাপে এ শহরে জায়গার খুব অভাব হচ্ছিল। তাই ট্রাম লাইন উঠে গেল। ট্রামগুলো সব কোথায় গেল কে জানে?

রেলমিউজিয়ামে ভারতের সবথেকে বড় ডায়নোসরের মতো উঁচু স্ট্রীমইঞ্জিন রাখা আছে অথচ একটাও পুরনো ট্রাম রাখা নেই।’

-তুমি ট্রাম দেখতে চাও? আমার কলকাতায় ট্রাম চলে এখনও। তোমাকে ট্রামের ছবি দেখাবো।

শিখা সামান্য হাসল যেন। এখানে কিছুই স্থায়ী নয়। ইতিহাস ছাড়া।

কতবার যে ধর্ষিতা হয়েছে দিল্লি? কেউ মনে রাখে সেকথা? কত লাশ আর রক্তের ওপর শহরটা দাঁড়িয়ে আছে! কেউ মনে রাখেনি সেকথা।

শিখার কথায় আর্যর মনও বিষণ্ণ হয়ে গেল। এই কোলাহলের মধ্যেও কেরকম একটা চাপা দুঃখ যেন ও টের পেতে থাকল। সেটা বোধহয় শিখার বলা কথাগুলোর জন্যই।

-তোমার জেএনইউও কিচ্ছুই মনে রাখে না। সব ভুলে যায় দ্রুত।

-জেএনইউ তো তোমারও। এখন না পড়লেও একসময় তো তুমিও ছাত্রী ছিলে বললে।

একটু যেন হাসল আবার শিখা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি। রাত বাড়ার আগে ফিরে যাও। রাত বাড়লে অচেনা শহর আরও অচেনা হয়ে যায় আর দিশেহারা করে দেয় নতুন মানুষকে।

একটা রিকশা থামিয়ে আর্যকে উঠে যেতে বলে শিখা। আবার দেখা হবে কিনা সে বিষয়ে কোনো কথা হয় না ওদের।

ফিরে এসে একটা ভাল লাগা আর বিষাদ দুটোই যেন ওর মনে খেলা করছিল। পরদিন সকালে ক্লাসে যেতে ইচ্ছে হল না ওর। লাইব্রেরীতে এসে বসল। একটা বই খুবই আনমনাভাবে হাতে তুলে নিয়ে বসেছে ও। বইটার নাম Dead Souls, Nikolai Gogol.

-কিরে ক্লাস নেই তোর? ফার্স্ট হাফেই লাইব্রেরীতে?

একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে স্মৃতিকণাদি এসে বসল আর্যর ঠিক সামনের চেয়ারটাতে।

-এই এতগুলো খবরের কাগজ কি রিসার্চের প্রয়োজনে? এগুলো তো পুরনো। দেখি কবেকার ডেট?

-হ্যাঁ পুরনো। আমার রিসার্চ সাবজেক্ট জেণ্ডার। Oppressed and Persecuted Woman at Delhi. আপাতত, ডেলহির রেপ এণ্ড মার্ডারের ওপর একটা ডেটাবেস তৈরি করছি। বেশ কয়েকটা মিস করে গেছি।

আর্যর বইটার দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকণা বলে, তুই এই সাতসকালে মৃত আত্মাদের নিয়ে বসেছিস কেন?

হালকা হাসির আবহে আর্যর এখন একটু ভাল লাগছে। কেমন যেন গুমোট লাগছিল ওর। অথচ কোনো কারণ তো খুঁজে পাচ্ছেও না?

মে মাসের দিল্লিতে গরম খুবই। বাইরের চওড়া রোদ জানলার কাঁচ ভেদ করেই টেবিলের ওপর রাখা বইপত্তরে এসে পড়ছে। স্মৃতিকণা ব্যস্ত নিজের কাজ নিয়ে। ল্যাপটপে কী একটা কাজ করতে করতে নিজের মনেই বলল, এই এতবড় খবরটা মিস করে গেলাম?

-কী মিস করলে আবার? তুমি দেখছি শুধু মিসই করছ।

আর্য আসলে কথা বলতে চাইছিল স্মৃতিকণাদির সাথে।

-আরে এই তো বছরকয়েক আগে আমাদের এমফিলের ছাত্রী ফিল্ম ফেস্টিভাল দেখে ফিরছিল। একটা শেয়ারড গাড়িতে। দরিয়াগঞ্জের কাছে কোথায় যেন গাড়ির ভেতরেই নৃশংসভাবে রেপ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জীবন্ত মেয়েটাকে। আর সারারাত ওখানেই ধিকধিক করে বেঁচেছিল মেয়েটা। পরদিন পুলিশ একটা ছেঁড়াখোঁড়া মৃতদেহ পায়। মিডিয়ায় খুব হইচই হয়েছিল। এরেস্টও হয়েছে কয়েকজন। তুই পড়িস নি খবরটা?

-একজন মন্ত্রী আবার বলেছিলেন জেএনইউ-এর মেয়েরা নাকি খারাপ! এতে তো আরও তুলকালাম বেঁধে গিয়েছিল পার্লামেন্টে। মিডিয়াতেও কেউ কেউ বলেছিল, অত রাত্রে মেয়েটার ফিল্মফেস্টিভ্যাল দেখতে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

-কী বলছ? রেপকে যাস্টিফাই?

-হ্যাঁ, এভাবেই তো চলছে। শাস্তি দেওয়াও তো অনেকসময়ই নাটক। শুধু দিল্লি কেন গোটা দেশেই। সেইসময়ে জেএনইউতে কয়েকদিন খুব হইচই হল। রোমিলা থাপার একদিন এসে ভাষণ দিলেন। তারপর সম্পূর্ণ অন্য একটা রাজনৈতিক কারণে ছাত্রনেতা গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিষয়টা যাস্ট সবাই ভুলেই গেল। শুধুমাত্র জেএনইউ ছাত্রছাত্রীদের ওপর অন্যায় বললে তো এই খবরটা বোঝায় না? দেশের সর্বত্রই মেয়েদের ওপর এই অত্যাচার হচ্ছে।

- পড়েছিলাম খবরটা। ভয়ঙ্কর বীভৎস!

-হ্যাঁ, শিখা মিঙ্গলানির খবরটা আজও মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয়!

-কী! কার খবর?

-শিখা মিঙ্গলানি। আমাদের সোশিও এমফিলের ছাত্রী ছিল। যার লাশ দরিয়াগঞ্জ বাজারে একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় পাওয়া গিয়েছিল।

॥ভিনদেশী॥

তোমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পড়িনা আমি,
বেতারের সাথে গলা মিলিয়ে
একসাথে ভীটিযালি ও গাই না,
কফি হাউসের টেবিল টোকা মেরে
শঙ্খ ঘোষ আবৃত্তি— না,তাও না।

তুমি কবিতা লেখ
কিছুটা অপরিচিত ভাষায়,
আমি পড়ি।
আমি Christmas Carol
গাই, তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

অনেক মিলের মধ্যে একটা ছোট্ট অমিল—
ঠিক ওই ভোকাট্টা ঘুরিটার মত....
এক দমকা হাওয়া এলেই কেবিল
ছেড়ে যেন মুষড়ে পড়বে মাটি তে।

ওই তোমাদের ভাষায় বলে না
Home is where your heart is
হৃদপিন্ডর ধুকপুক যখন সমুদ্র ঢেউ এ বাঁধা পড়ে,
তখন বালির তীরে লেখা থাকে ঠিকানা,
তবু কটা দিন মন চলে যায় সেই পুরনো গলিতে—
কাক ভোরে স্নান সেরে, ফুল বেল পাতা
গোছানো, ফল কাটা, নৈবেদ্য সাজানো,
ধুপ, ধুনোর গন্ধে প্রতিমার মুখ তখন আবছা.....
তুমি পান্জাবিটা পরো অষ্টমিতে,
ফর্সা লাল টুকটুকে মুখে ভারি
মানাবে তোমায়,
বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
তোমার জন্য প্রথম সারিতে
থাকবে আসন,আর আমার পাঠ,

আমার পছন্দ— অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ,
ওই যে কবিতাটা, "দিবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে....."
রবি তো রবি,
তিনি নাথ, তিনিই ঠাকুর।

আচ্ছা বলোতো— শনঙ্খ নাদে, ঘন্টার আয়াজে
পুরুতের মন্ত্র উচ্চারণ
যখন আছড়ে পড়বে প্রতিমার পায়ে,
অন্জলির ফুল-বেল পাতার মতন,
তখন কি অনুভুতি হয়েছিল তোমার?!

হয়তো বুঝবে না
তবুও....

Author: Monoreena Acharya Mazumdar

দুই বান্ধবী

- মাহবুবা জামান রুনা

রমা ও রহিমা নামে, দুই বান্ধবী
খুব তাদের মনের মিল, খুব আহ্লাদী।
এক স্কুলে পড়ে তারা, এক শহরে বাস
এক সাথে কাটায় সময়, দিবস রাত।

এক সাথে তারা দুজন, পুতুল নিয়ে খেলে
চড়ুইভাতি ছিবুড়ি আর, এক্কাদোক্কার ছলে।
লেখাপড়ায় নেইকো তাদের, কোন মনোযোগ
সময় কাটে নেচে গেয়ে, আর করে শোরগোল।

রহিমা জন্মেছে এক, মুসলিম পরিবারে
দিনরাত কাটে তাদের, রোজা রমজানে।
রমার জন্ম হলো, সনাতন ধর্মে
বিধবা মায়ের তার, কঠিন শাসনে।

সকলের অগোচরে, চোখে দিয়ে ফাঁকি
রমা পরে থাকে গিয়ে, রহিমাদের বাড়ি।
এক থালায় খায় তারা, একই সাথে চলে
একই বিছানায় শুয়ে, লুটোপুটি খেলে।

এবাড়ি ওবাড়ি তারা, ছোটা ছোটি করে
পাড়া প্রতিবেশী তাদের, বড় ভালোবাসে।
রমাদের বাড়ি গেলে, মাসি রহিমার
পা দুখানা ধুয়ে দেয়, শুদ্ধ জলে তার
রহিমাদের বাড়ি গেলে, রমার একই দশা
খালাজান ফু দিয়ে দেয়, পড়ে দু'খান সূরা ।

শরত এলে রমাদের, পূজো পার্বন সাজ
গণেশ দূর্গা কালীমায়ের, চরণে আরতিরাজ
ঢাক ডোল পুরো মাস, কীর্তন ও ভজন
ধুপ দ্বীপ জল ফলে দেবতার স্মরণ ।

হৈ হৈ রৈ রৈ, মন্ডা মিঠাই গজা
শিউলি বেলী কামিনির, অঞ্জলি দেয় তাজা
রমা রহিমা তারা, দুজনেতে মিলে
দিন রাত গাঁথে মালা, দেবতার তরে।

ঈদ এলে রহিমার, বাড়ীর একই দশা
নতুন জামায় সাজে তারা, সাজে পুরো পাড়া
সেমাই জর্দা কালিয়া, পোলাও এর স্বাদে
আনন্দে মাতোয়ারা, ছোট বড় সবে।

রমা আর রহিমা, দুজনেতে মিলে
ভোর বেলা বের হতো, ঈদ সেলামি নিতে
হেসে খেলে জীবন তাদের, গেছে বহু কেটে
পরিবার পরিজন, বাধা দেয়নি তাতে।

জীবন তাদের সহজ ছিল, ছিলনা দৈন্য
যে যার ধর্ম পালন করতো, ছিলনা বৈসম্য
ধর্মান্ধতা কপটতা, ছিলনা হীনতা
ছিল না ধর্মের নামের, অধর্মের বার্তা।

সময় থাকতে মানুষ তুমি, হওগো সচেতন
যে যার ধর্ম পালন করবে, করবে উদযাপন।
স্রষ্টা মোদের একজনই, একই কারিগর
জানো না মানুষ তুমি কে উত্তম কে অধম ।

কিছুক্ষন

ঝিড়ঝিড় বৃষ্টি হচ্ছে। আজ শরতের বিকেলে নীল আকাশের চেয়ে মেঘ বেশী। এই বৃষ্টি মন খারাপ করবার জন্য যথেষ্ট। যা !!! আজকেও নৈহাটী লোকাল মিস করলাম। ঘড়িতে এখন পৌনে সাতটা। আজকেও বালিগঞ্জ সাইন্স কলেজ থেকে দেরিতে বেরোনো, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে দেরিতে ট্রেন পাওয়া ও সর্বোপরি শিয়ালদহ স্টেশন আসা এ যেন কুরুক্ষেত্র জয় করা. আমি শিয়ালদহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে। মন বিষন্ন কারণ একঘেয়ে বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে স্টেশনে আসা আর তারপর নৈহাটী লোকাল হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া। যদিও স্টেশনে রানাঘাট লোকাল, কৃষ্ণনগর লোকাল, গেদে লোকাল দাঁড়িয়ে আছে অথচ সেখানে ঢুকে পা ফেলবার যো নেই. অগত্যা নৈহাটী লোকালের জন্য অপেক্ষা করা. বর্ষার কলকাতা সত্যি দুর্বিষহ। আজ আমাদের পুনর্মিলন জয়ন্তী উপলখ্যে মীটিং ছিল, ছিল প্রচুর সিনিয়র দাদা ও দিদিদের ভীড়. বিভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ গানবাজনা, খেলাধুলো ও খাওদাওয়া ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হলো.

শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি হটাৎ দেখি সেই মেয়েটিকে যাকে মনে হলো দেখেছি আমাদের আজকের পুনর্মিলন জয়ন্তীর মিটিংয়ে. এই ভেবে যেই মাত্র মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম, " আচ্ছা আপনি আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর" তৎক্ষণাৎ ঝাঁঝানো কণ্ঠস্বরে উত্তর এলো " না আপনাকে চিনিনা" .. "পুলিশে চুলে ছত্রিশ ঘা " কথা মনে রেখে উল্টো পথে হাটা দিলাম।

আমাদের জীবন অনেকটা রেলওয়ে স্টেশন প্লাটফর্ম এর মতো. সব্বাই যার যার নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্র বা উদেশ্য সাধনের জন্য এই প্লাটফর্মে আসি আর পরবর্তী অধ্যায় শুরু করি. কারো হয়তো এই প্লাটফর্মেএ জীবন অতিবাহিত করে দেয়. আবার কেউ হয়তো এই প্লাটফর্মে হারিয়ে যায় ও বাকি জীবন অন্ধকার জগতে অনন্তকাল কাটিয়ে দেয়. আবার আবার কারো হয়তো অনন্ত কাল অপেক্ষার পর তার গন্তব্য পৌঁছানের বাহন পায়. "যাওয়া আর আসা এভাবেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন" দূর থেকে দেখতে পেলাম নৈহাটী লোকাল শিয়ালদহ স্টেশনে এক নম্বর স্টেশনে আসছে। অবশেষে অনন্ত প্রতীক্ষার অবসান। লোকাল ট্রেনে বসবার জায়গা পাওয়া ও লটারিতে টাকা পাওয়া সমতুল্য। যাই হোক এত কষ্টে ট্রেনের কামরাতে ঢুকে বসবার একটি জায়গা পেলাম। ভাগ্যের কি পরিহাস ! হঠাৎ দেখি যেই মেয়েটির হাতে আমাকে ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয়ে ছিলো হঠাৎ দেখি উনি আমার সামনের সিটে বসে আছে. আমার দিকে দু কিংবা তিন বার আমার দিকে আড় চোখে দেখেছিলো কিন্তু আমার সৎ কিংবা দুঃসাহস কোনোটাই ছিলোনা যা কিনা আমাকে আবার কিছু বলবার উৎসাহ যোগায়। নৈহাটী লোকাল চলছে তীব্র গতিতে।. বিধাননগর স্টেশন পেরিয়ে ট্রেন চলছে দমদম স্টেশন এর দিকে, ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।. হটাৎ মনে হলো আমি পুরীর সমুদ্র সৈকতে, তার পর মুহূর্তে আমি গোয়ার সমুদ্রতটে খোলা আকাশের নিচে, আবার কখনো ভিক্টোরিয়া তে বা কখনো Outram ঘাটে। আহা জীবন কত সুন্দর ও কত বৈচিত্রময়।..

" দেব নাকি ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে" শুনে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম, বুঝলাম শসা বিক্রেতা তার চিরাচরিত প্রথাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর আমি অনেক্ষন তন্দ্রাছন্ন ছিলাম।.. নৈহাটী লোকাল হু হু গতিতে সোধপুর, খড়দহ, টিটাগর পেরিয়ে বার্রাকপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । হটাৎ দেখলাম সেই মেয়েটি যাকে আমি সাইন্স কলেজে দেখেছিলাম সে বারাকপুর স্টেশনে নেমে পড়লো। মনে মনে বললাম, " তুমি আমার ভোরের শুকতারা হয়ে এসো ".

Author: Sumit Sarkar

**কাউন্সেলিং /©অরুণিমা চৌধুরী**

সে আমাকে বোঝাত দশ মিনিটে

কীভাবে সামলে নেব রাগ

আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত

ছোট ছোট শব্দ...

আমি তার মাঝপথ থেকে শুরু হওয়া

ভুরু দেখতাম খুঁটিয়ে, তিনটে ডটের

মতো মৃদু ফুস্কুড়ি, ধ্যাবড়ানো কাজল একঘেয়ে সুর, জেদি বাচ্চার মতো হুড়োহুড়ি করত আমার মাথার ভেতর

সে আমাকে বলত, "মিসেস চৌধুরী,

সেট আপ বদলে নিলে

দাম্পত্যের অপ্রেমে সুখের জোয়ার আসে"

আমাকে বলত, আপনার স্বামী

বোঝেন না রেগে ওঠার কারণ...."

বলতে বলতে সে আমার

ফেঁপে ওঠা মেদে চোখ রাখত,

আমার নিম্ন মধ্যবিত্ত কপালের ঘামাচিতে তার পরিশীলিত ভুরু কুঁচকে যেত

আধখানা ঘেন্না আধখানা পেশাদারিত্বের মাঝখানে আমি ঠিকরে উঠতাম

আমাদের দিনের পর দিন

আশ্চর্য দেখা হত...একটুকরো বেলুনে বন্দী বাতাসের মতো

হুশ করে ফুরিয়ে যেত কথাগুলো

শব্দগুলো কথার আকার নেওয়ার আগেই আমি লুফে নিয়ে ছুঁড়ে দিতাম

ওর ফাঁকা হয়ে আসা হেয়ারলাইনে,

খুঁটিয়ে দেখতাম বিষাদ রঙের শাড়ি, একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যান,

সময়ের মাপে এঁটে বসা মেকি বন্ধুত্ব...

আমার অসুখ ডালপালা ছড়িয়ে

মাথা ফুঁড়ে উপচে যেত ঘরময়

চাঁদের বাড়াকমা, অমাবস্যা অন্ধকার,পায়ুকাম অভুক্তপেট,

বায়ুপিত্ত রাগ বিরক্তি

মিলেমিশে গিলে ফেলত আমায়

অথচ যেখানে ক্ষত, সে পর্যন্ত ওর চোখ পৌঁছয়নি আটটা সিটিংয়েও

আমরা ভালো বন্ধু হতে পারতাম..

দুজনেই সংসারের ভাঙন গোপন

করে নরম একটা খাদের

অনিশ্চয়তায় বসে,

অবিন্যস্ত কুঁচির প্লীটস নিয়ে

আদাকুচি দেওয়া চা খেতে খেতে

বলতে পারতাম, কাউন্সেলিং হল

মানিয়ে নেওয়া, সে তুমি মনকে

বোঝাও চাই নাই বোঝাও

অথচ দুজনেই বলছিলাম,

মিসেস * , সেট আপ বদলে নিলে দাম্পত্যের অসুখ সেরে যায়

**দেবতার বাহন**

**(ছোটদের জিজ্ঞাসা )**

**দ্বীপঙ্কর দাশগুপ্ত।**

এবার পূজো দেখতে গিয়ে, প্রশ্ন অনেক জাগলো মনে, দেবতাদের বাহন নিয়ে।
(বলতে পারো) বাহন ছিলো কারা, মা দূর্গার দশাবতার রুপে—জানবো কি করে।
নেংটি ইঁদুর গণেশের বাহন, বিড়াল কেন পেলো না ঠাঁই।
ময়ূর হলো কার্তিকের সাথী, কাকাতুয়া কেনই বা নয়।
আবার দেখো —থেব্রা মুখো পেঁচাটা মুচকি হাসে, লক্ষীর পাশে,
ময়না —টিয়ার হলোনা সেথায় স্থান।

গরু হলো কৃষ্ণের সাথী, তবে ছাগল—ভেড়ার দোষ ছিল কোথায়।
রাম-ভক্ত হনুমান পেলো কত মান, হলো পূজনীয় সবার।
প্রভুভক্ত কুকুর, পথ দেখালো যুধিষ্ঠির,তবু পেলনা হতে স্বর্গ-সাথী তার।
কৌতূহল তাই—কোনগুনে ওরা পেলো সম্মান, দেবতার পায়ে পেতে স্থান।

শিক্ষাগুরুকে শুধাই গিয়ে, শিশুমনের প্রশ্ন কিছু, উত্তর খুঁজে না পাই।
উনি বলেন, শোন— যেমন আছে আমাদের সমাজের শ্রেণীভাগ,
ওরা হলো—(মানুষের মনগড়া), স্বর্গ রাজ্যে পশুপাখিদের প্রতিনিধি।
(আমি বলি) পরিবর্তন তবে আসবে কবে, অন্যদেরও সুযোগ হবে।
ছোট মুখে বড় কথা—ক্ষমা যে তাই চাই।।

**দ্বীপঙ্কর দাশগুপ্ত**

মেমফিস্-২০ নভেম্বর, ২০২১

BALAJI
SUPER MARKET
3810 HACK CROSS RD #104 MEMPHIS, TN 38125
PHONE: (512) 899-1000
MON-SUN : 10AM-9PM
BIG
DIWALI
OFFER
2022
happy diwali

# MSBA is proud of our "Next Gen" donors!

**MSBA GOLD SPONSOR 2022-23**
**Shankho Ganguli MD**
Interventional & Structural Cardiologist,
Stern Cardiovascular Foundation
901-271-1000

Wishing you all a very happy Holiday season and New Year from the bottom of our hearts!
Best Compliments,
Shankho & Preet (Bani) Ganguli, Sanjay & Alpana Ganguli

**MSBA SILVER SPONSOR 2022-23**
**Aabesh De**
Founder/ CEO, FLORA
www.florasense.com

Flora was born from its founder Aabesh De's horti-cultural hopelessness during the pandemic: trying to fill time with houseplants and create a beautiful indoor space. Realizing that there had to be a better way to care for plants, Aabesh combined his passion for entrepreneurship and app building with his electrical engineering hobby and created Flora. With a full suite of plant classification and care already in the app, Flora also has plans to expand into sensor technology that plant owners can use in their pots to monitor their plants' vitals. Flora's vision is to save 5 million plants and plant one million trees by 2025.

## Our other donors

- Drs. Kaushik and Priyanka Dey
- Dr. Sanjay and Mrs. Alpana Ganguli
- Drs. Pranab and Manisha Das
- Mrs. Manjusri Ganguli
- Drs. Indranill and Julie Basu Ray
- Dr. Ashim and Mrs. Millie Pal
- Mr. Arjun and Mrs. Aarti Sardar
- Ms. Satarupa Chakraborty

**Painting by  Elina Roy**

**Painting by Arinjoy Chakraborty**

বিসর্জন

"তু এড়া হ্যায় কেয়া? আপনা সকল দেখা হ্যায় কভি আইনে মে? তেরি তরফ উয়ো দেখতি ভী নেহী, উপরসে উ লড়কী প্রিন্সিপাল কী বেটী হ্যায়। " খুব ফিসফিস করে বললেও মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়েও গলাটা কার বুঝতে অসুবিধে হয় না মালবিকার। স্লাইডটা সেট করে পিছনে দাঁড়ানো হেতালদের গ্রুপকে দেখতে বলে পুরো ল্যাবের ওপর চোখটা বুলিয়ে নেয় মালবিকা। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে দিয়েছে ছেলে মেয়েদের ----মহারাষ্ট্রের পানভেলের মারাঠা বোর্ডের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের,ক্লাস টুয়েলভের বায়োলজি প্র্যাকটিকাল ক্লাস নিচ্ছে মালবিকা মুখার্জী,।

এমনিতে খুবই মাই ডিয়ার টিচার কিন্তু ল্যাবটা ঠিক প্রিন্সিপালের ঘরের পাশেই তাই যতটা পারে কড়া ভাবে ক্লাসটা হ্যান্ডেল করে,তায় প্রিন্সিপালের মেয়ে ঈশিকা রায় ও বায়োলজি নিয়েছে। মা মরা মেয়ে, প্রথমদিনই প্রিন্সিপাল সঞ্জীব রায় মালবিকাকে ডেকে বলেছিলেন—"আমার মেয়েটাকে একটু দেখবেন ম্যাম, ও আমার বুকের পাঁজর।ঠাকুমা পিসীরাই এতোদিন দেখাশুনো করেছে।কিন্তু গতবছর ঠাকুমাকে হারিয়েছে,তার আগের বছর বোনের বিয়ে দিয়েছি।এখানে বাপ বেটি থাকি, বোঝেন তো আমরা বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ , প্রবাসে মেয়েকে এই বয়সে একা সামলাতে বড়ই হিমসিম খাচ্ছি ।আপনি আমার দিদির মতন ওকে একটু বাঙ্গালি কালচারটা শেখান,যাতে বিয়ের পরে ওকে লোকে কথা না শোনায়।"মুখে এসে গেছিল মালবিকার,"কথা যারা শোনাবে ভাবে,তারা শোনাবেই,ওকে বরং শেখানো ভাল কতটা নেবে আর কতটা গায়ে মাখবে না।"

এই মাত্র কথাটা উড়ে এসেছে ঘরের একদম কোনে বসে আগের দিন খাতা জমা না দেওয়ায় শাস্তি পাওয়া ছেলে দুটোর কাছ থেকে---আদর্শ আর দর্শন।এমনিতে দুর থেকে বোঝার উপায় নেই,দুজনেই মাথা নীচু করে প্র্যাক্টিকাল লিখে চলেছে, । আদর্শেরই খুব পছন্দ ঈশিকাকে,সেটা যে অবাস্তব কল্পনা সেটা বোঝাতেই দর্শন তাকে এড়া মানে পাগল বলছে। ঈশিকা মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, টকটকে ফর্সা,কাটালো নাক চোখ মুখ ঠিক যেন দুগ্গা প্রতিমা,আর আদর্শ যেন ঠিক মহিষাসুর ছ ফুট লম্বা,কুচকুচে কালো ,খাড়া নাক,চামড়া চকচক করছে যেন গর্জন তেল মাখান হয়েছে সদ্য।প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই দেখেছিল,কি একটা বলছে ঈশিকা আর বিভোর হয়ে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আদর্শ,।কি অদ্ভুত এক মুগ্ধতা আদর্শের দুচোখে,---মালবিকার অভিজ্ঞ চোখে কিছুই এড়ায়নি। সিডিউল কাস্ট আদর্শ পাটিল শুধু কোটার জোড়ে নয় মেধার জোড়েই অল ইন্ডিয়ার মেডিক্যালের টেষ্ট 'নীট্'পরীক্ষায় রাঙ্ক আনবেই জানা কথা। তবু খালি কানে বেজেছিল সঞ্জীব রায়ের 'আমরা ব্রাহ্মণ' কথাটায় অহেতুক জোড় দেওয়াটা।

"ঈশিকা তুমি কোলকাতায় দূর্গা পূজো দেখেছো ? মহালয়া শুনেছ? কাশফুল,শরতের আকাশে মেঘের ভেলা দেখেছ?'' বই বন্ধ করে জানতে চায় মালবিকা।

" নো,ম্যাম,বচপন থেকেই তো এখানে তবে নবরাত্রি তে ডান্স ভাল লাগে।আগে ঠাকমার সাথে অঞ্জলি দিতে যেতাম,ধুনুচি নাচ ও দেখেছি।পাপা বলেছে এবছর আপনার সাথে যেতে বাট প্লিজ ম্যাম পাপা রাতে গরবায় যেতে অ্যালাউ করছে না,আপনি বললে করবে।আপনাকে খুব মানে প্লিজ ম্যাম!!"বায়না ধরে ঈশিকা।প্রায়ই দুপুরে পড়া বুঝতে নিজের অ্যাক্টিভা চেপে মালবিকার বাড়ী হাজির হয় ঈশিকা।

, ছেলে বিদেশে পড়ছে, স্বামী সুদীপ নিজের চাকরি নিয়েই ব্যস্ত—সারাদিন একলা বাড়ীতে দমবন্ধ লাগে মালবিকার। বাড়ীতে অনেকেই পড়তে আসতে চায়,কিন্তু সে তো বিকেল বা সন্ধ্যেবেলায়,তখন কর্তাটিও যে অফিস থেকে ফেরেন, একসাথে চা খাওয়া বা কখনও মুভি দ্যাখায় ব্যস্ত থাকে দুজনে। তাই সকালে দুঘন্টার পার্ট টাইম লেকচার আর একদিন প্র্যাক্টিকালের অফারটা নিয়েই নিয়েছিল। মাঝে মাঝে দুপুরে ঈশিকা চলে আসে, যত না পড়াশুনো হয়,তার চেয়ে বেশি গল্পই হয়। খুব সরল মেয়েটা,

বাচ্ছা মেয়ের মত গল্প শুনতে শুনতে মুখটা হাঁ হয়ে যায়। কখনও বলেন কোলকাতার দেখার মত জায়গাগুলোর গল্প,কখনও আশাপূর্ণা বা শীর্ষেন্দুর গল্প পড়ে শোনান, কখনও হয় পূজোর গল্প।রোজ ঈশিকার ফেরার সময় বারান্দায় দাঁড়ালেই মালবিকা দেখতে পায় ঈশিকার অ্যাক্টিভা স্টার্ট নিলেই কোথা থেকে আদর্শ হাজির হয় আর অনেক দুর থেকে পিছু পিছু যায়।ছেলেটার কেরিয়ার না বিগড়ে যায়, একবার ভাবে ডেকে খোলাখুলিই আলোচনাই করবে কিনা,এমনিতেই বায়োলজির এমন টপিক পড়াতে হয় ,ছেলেমেয়েগুলো খুব ফ্রী ওর কাছে,---মানসিকভাবে ওর ওপর নির্ভর ও করে।সুদীপকে বলতেই হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ," নিজে প্রেম করনি বলে বাচ্ছাগুলোকে বকাবকি করতে যেও না,এ বয়সে অমন একটু হয়,।সব কিছুতে অতো সিরিয়াস নাই বা হলে।"

"ম্যায় তেরী কৌন লাগতি হুঁ? বাতা মুঝে,জবাব দে? কিঁউ কিয়া ইয়ে সব,আভী স্কুল সে পাপা নে নিকাল দিয়া তো পাতা হ্যায় , কেরিয়ার কা হাল কেয়া হোগা? "ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতেই ঈশিকার চাপা অথচ রাগী গলাটা কানে এল মালবিকার।ঘরে ঢুকতেই আগে ক্লাসের দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এল হেতাল,নাকে রক্তভেজা রুমাল চেপে ঘরের এককোণে বৈভব। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই হেতাল এসে জানাল,"বৈভব ঈশিকাকে কিছুদিন ধরেই জ্বালাচ্ছিল ,কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে,পেছন থেকে ডাকতে গিয়ে ঈশিকার ব্রায়ের স্ট্র্যাপ খুলে যায়,যদিও বৈভব বারবার ক্ষমা চায়—তবুও আদর্শ ক্ষেপে বৈভবের নাক ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।ভয়ে কেউই কমপ্লেন করেনি,রাগী প্রিন্সিপাল কাকে কি শাস্তি দেবেন কেউই জানে না।"ক্লাসের শেষে তিনজনের সাথেই আলাদা ভাবে কথা বলে মালবিকা।

আদর্শকে ডেকে বারবার বোঝায় মালবিকা--- "ঈশিকা তোমার ভাল বন্ধু ,কিছুদিনের জন্য ওর চিন্তা ভুলে নীটটা আগে দিয়ে নাও,সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে ।"খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে গুম মেরে থেকে হঠাৎ মাথা তুলে মালবিকার চোখে চোখ রেখে বলে –"উসে কভী ভুলনে কা বাত মত কী জিয়ে ম্যাম,----রহী এক্সাম কী বাত,আপকো কোই সীকায়েত কী মওকা নেহী মিলেগী।"

এরপর প্রায়ই স্কুলে আসত না আদর্শ,বাকীরা জানাল ভীষণ পড়ছে,এর মাঝেই ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হল প্র্যাক্টিক্যালের প্রাক্টিস । কারণ শুরুতেই প্র্যাক্টিকালের পরীক্ষা তারপর মার্চে বোর্ডের রিটিন পরীক্ষা।,নানান ফুল এনে কাটা হচ্ছে,একদিন ক্লাসে হঠাৎ ঈশিকা বলে,---"ম্যাম আপকা বাতায়া হুয়া কাশফুল আভি তক নেহী দেখী।" মালবিকাও গম্ভীর ভাবে বলে,---"নবরাত্রি কে টাইম মিলতে হ্যায়।"এরপর কয়েকটা মাস পরীক্ষা পরীক্ষা করে কেটে গেল,এর মাঝেই প্রিন্সিপাল সঞ্জীব রায় মালবিকাকে ঘরে ডেকে বলেন—"ম্যাম একটা গুড নিউজ আছে, পুজোর পরেই ঈশিকাকে কানাডায় পড়তে পাঠাচ্ছি,আমার বন্ধু আছে ওখানে তার বাড়ীতেই থাকবে।ওরা তো ঈশিকাকে জন্মাতে দেখেছে,ওর ছেলের জন্য ঈশিকাকে বউ হিসেবে চেয়েও রেখেছে কবে থেকে—কষ্ট হলেও আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকব।"

চমকে উঠে মালবিকা জানতে চায়-"ঈশিকাকে বলেছেন?ওর কি ইচ্ছে?"

হাসতে হাসতে বলেন সঞ্জীব বাবু,"খুব কান্নাকাটি করছে,পাপাকে ছেড়ে থাকেনি তো আগে।''

স্কুল থেকে বেরিয়ে চারদিকে ঝকঝকে রোদ আকাশের দিকে চোখ মেলতেই মনে হল, আজ ই তো মহালয়া ,নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসছে,হাওয়ায় পুজোর গন্ধ,চারদিকে যেন পুজো পুজো ভাব ----তবু খবরটা শুনেই মালবিকার খুশী হওয়ার বদলে মনে যেন বিদায়ের সুর বাজছে--বারবার আদর্শের মুখটা ভাসছে চোখের সামনে।

বাড়ী ফিরে চান খাওয়া সেরে সবে একটু গড়াবে ভাবছে,বেল বাজিয়ে দশ পনেরটা স্টুডেন্ট হাজির-সবাই মেডিকেল এ চান্স পেয়েছে,ফোনে আগেই জানিয়েছিল।আজ সব প্ল্যান করে" উইল মিস ইউ ম্যাম " কেকের ওপর লিখে বাড়ীতে হাজির---আসলে উদ্দেশ্য একটা গেট টুগেদার করা,হইহই করা।ঈশিকা আসেনি দেখে আদর্শের মুষড়ে পরা মুখ দেখে মালবিকাই ফোন করে ঈশিকাকে ডেকে

পাঠায়।এরপর ঝটপট ফোনে সবার জন্য পাওভাজি আর আইসক্রীমও সামনের দোকানে অর্ডার করে দেয় মালবিকা।আজও ভাবে কেন সে ডেকে পাঠিয়েছিল ঈশিকাকে,নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনা। সুদীপ বারবার বলে নিয়তি কেন বাধ্যতে—তবু মন মানে না মালবিকার।

ঈশিকাকে দেখেই কি যে খুশী হয়ে ওঠে আদর্শ,ব্যাগ থেকে কিছু কাশফুল বের করে ঈশিকাকে ধরিয়ে বলে,"ম্যাম নে বোলি থী না ইস টাইম মিলতে হ্যায়,ঢুঁড় নিকালা কাশ ফুল।"এরপর প্রচুর গল্প চলে ,কে কোথায় যাচ্ছে,বেঙ্গলীরা কি ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে, সিনেমা ক্রিকেট রাজনীতি সব বিষয়ে জমজমাট আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যেমুখো সবাই বেরোনোর দশ মিনিটের মধ্যে মালবিকার মোবাইলে হেতাল জানায় পানভেল রেললইনে আদর্শ ঈশিকাকে বাঁচাতে গিয়ে কাটা পড়েছে।অন্যমনস্ক ঈশিকা মালবিকার বাড়ী থেকে বেরিয়ে লাইন ক্রস করছিল শর্টকাট করতে। ইচ্ছে করেই আদর্শকে অ্যাভয়েড করছিল তাও ছায়ার মত পিছনেই ছিল আদর্শ,---"হঠ যা ঈশু!!!"এটুকুই শুনতে পেয়েছিল বন্ধুরা।

এরপরে পুরো ব্যাচটাই কেমন থম মেরে যায়,মালবিকাও ছেড়ে দেয় শখের পড়ানো,----কানে এসেছিল,ঈশিকার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল,ওর বাবা ওকে কানাডা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এরপর বছর দশেক পরে একবার পুজোর আগে কলকাতায় এক আত্মীয়র বাড়ী জামাকাপড় কিনে দ্যাখা করতে গেছে মালবিকা।,দরজা খোলে ঈশিকা,কানাডা থেকে কোলকাতার পুজো দেখতে এসেছে,এনারা ঈশিকার মাসীশাশুড়ী হন।এক ফাঁকে সেই মাসী শাশুড়ী মালবিকাকে শুনিয়ে গেল—" বৌমা একটু ছেমো ধরা গোছের ,ছেলে বর কারুরই খেয়াল রাখে না,আপনমনে প্রায়ই বিড়বিড় করে।"

আলাপ হল ঈশিকার হাসব্যান্ড শুভেন্দুর সাথে---খুবই ভদ্র ছেলে,সফটওয়ার ইঞ্জিনীয়ার।আস্তে আস্তে বলে—"আপনার কথা ওর মুখে শুনেছি,আপনার বাড়ী থেকে বেরিয়েই তো মিসহ্যাপটা ঘটে।এখনও মাঝে মাঝে হ্যালুসিনেট করে,পুজোর আগেই বাড়াবাড়ি হয়,তাই ভাবলাম এবার কোলকাতার জমজমাট পুজো দেখে যাতে ভুলে থাকে।"

কথার মাঝেই বাসন্তী রঙ্গের পাঞ্জাবী পরা বছর চারেকের একটি ছেলে এসে শুভেন্দুর কোলে চেপে বসল,হাতে একটা সাদা পাতায় কাশফুল,সাদা মেঘের ভেলা আঁকা।মালবিকা দেখেই বুঝেছে ঈশিকার ছেলে,মায়ের মুখ কেটে বসানো—নাম কি জানতে চাইলে,আধো আধো গলায় বলে –"আদর্শ বাগচী।"

মালবিকার দুচোখ জলে ভরে এল—আসার আগে খানিকক্ষন মালবিকাকে একা পেয়ে ঈশিকা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদল,কত জমানো ব্যাথার হিমবাহ যেন গলে বেরিয়ে এল।তারপর কানেকানে ফিসফিস করে বলল-"ম্যাম আমার অসুখ করলেই আদর্শ আজও আসে,সাদা আলখাল্লা পড়ে থাকে,জ্বর এলেই দ্বিতীয় দিন বাড়াবাড়ি হয় ।আর ও এসে মাথার কাছে দাঁড়ায়,কপালে ঠান্ডা হাত বুলিয়ে দেয়,বালিশে মাথা উঠিয়ে রাখে। আমি বুঝতে পারি ,পরেরদিন আমি ঠিক সুস্থ হয়ে যাব।"

চোখের জল মুছে ঈশিকাকে অনেক আদর করে যখন বেরিয়ে আসে মালবিকা,মনে পড়ে মহিষাসুরের মত চেহারার আদর্শকে –হয়ত মা দূর্গা আর মহিষাসুরের মতই কত যুগযুগান্তের বন্ধন ঈশিকা আর আদর্শের।মনে পড়ল গতকাল মহালয়া ছিল—দেবীপক্ষ শুরু হয়ে গেছে,তবু আজও মনের কোনে সেদিনের ঘটনা বয়ে আনে বিষাদের সুর।

************************************************************

Author: Mallika Banerjee

# অন্যপুজো

## - দেবিশ্রী রায়

না হোক তিনি পুণ্যতোয়া গঙ্গা। ভগীরথের সাধনার ফল কি শুধুই একটিমাত্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ? যুগ -যুগ ধরে ঘন্টাধ্বনি সহ যে প্রার্থনা মন্ত্র আবৃত্তি করে জন্ম -মৃত্যু -বিবাহ সমস্ত অবশ্যকর্তব্য সাধিত হয়, সে নেহাতই এক হাইড্রোসাইকেল। সমস্ত নদীতীর্থ থেকে জল এনে উৎসর্গ করা, সরস্বতী- নদী সম জ্ঞানে। সরস্বতী নদী কবেই মুছে গেছে, কিংবা হয়তো শুধুই কল্পনায় ছিল? 'একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে!' মাতৃমূর্তিকে হৃদয়ে ধারণ করার এই অসামান্য কবি-কল্পনা ছাড়া কি সাধনা সম্ভব? 'নেতি -নেতি '; বৈরাগ্যের অনলে যাঁরা সব আহুতি দিয়েছেন, সেই সব প্রাজ্ঞ বৈদান্তিক গণ হয়তো পারবেন। আমরা অতি সাধারণ, cattle ক্লাস, নদী আমাদের আবেগপ্রবণ করে তোলে। সব আদি সভ্যতা আদতে নদীমাতৃক। তাই তো জলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রাণের।

তাই আমার ভাবনায়, mighty মিসিসিপির জাহ্নবী রূপ ধারণে বাধা কোথায়? বয়সভারে ক্লান্ত, ধীরগমনা নদী, পরিণত রমণীর মতো। শিরা-উপশিরা সমেত সুদূর প্রসারিত তাঁর সংসার, দু-কূল ছাপিয়ে ভরন্ত দেহে গজগামিনীর মতো ধারণ করে রেখেছেন এই ইকোসিস্টেম। আর সেই নদীতীরে মাথা চারা দিয়ে দু-বাহু প্রাসারিত কাশফুলরাশি- সঙ্গে নীল আকাশ, আর সাদা মেঘের ভেলা। আগমনী কি কেবলই বঙ্গদেশ যান? এক লহমায় সমস্ত স্পেস-টাইম ফ্যাব্রিকে ঢেউ তুলে বঙ্গভূমি এসে মিশে যায় মেমফিসের তীরে।

নীলনদের তীরবর্তী প্রাচীন নগর মেমফিস, হিয়ারোগ্লিফিক্স লিপির জন্মস্থান, দেবী আইসিস, তুতেনখামেন - সমস্ত রহস্য, মাদকতা নিয়ে কবেই হারিয়ে গেছে বালির সমুদ্রে। শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কিছু পিরামিড জানান দেয় সব অতীত-জৌলুশ। ক্লিওপেট্রার কাজল -কালো চোখ আর উন্নত নাসিকার হাতছানি বুকে নিয়ে মিসিসিপির ধারে গড়ে উঠেছে এই শতকের মেমফিস। তুলোর চাষের বাণিজ্য, বর্ণ-বিদ্বেষ, ক্রীতদাস-প্রথা - সিভিল রাইট আন্দোলনের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান শহর হলো এই মেমফিস। শ্বেত - শুভ্র কার্পাস ফুলের গায়ে লেগে থাকা মার্টিন লুথার কিংয়ের রক্তের দাগ আজও অমলিন। ঠিক যেন লেডি ম্যাকবেথের মতো, অত্যাচার আর নিপীড়ণের ইতিহাস শত বার ধুয়েও মুছে ফেলা যায়না। সেই সব কথকতা, আর চোখের জল এখনো ব্লুজ হয়ে ঝরে পরে এই নগরীর অলিতে-গলিতে। কান পাতলে শোনা যায় ঠিক।

ঘর ছাড়া প্রবাসী আমরা। মানুষ ঘর ছাড়ে কিসের টানে? সুদূর কোন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের ধর্ম একটাই - চরৈবেতি! তাই এগিয়ে চলেছি, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে। হৃদয়ে সযত্নে গোছানো সংসার, ফেলে রেখে আসা এক চিলতে নিকোনো উঠোন, এক পরম যত্নে গচ্ছিত রাখা পিছু- টান ।কিন্তু ঘর একদিন ছাড়লে সে ঘরে ফিরে যাওয়া হয়না আর - ঘর থেকে ঘর ঘুরে ঘুরে বেড়াই শুধু । বসুধৈব কুটুম্বকম।

এই দীর্ঘ নোমাডিক জীবনে সবই তাই প্রতীক মাত্র। দুর্গাপুজো একান্তই উমার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন। আসলে হোমকামিং সেলিব্রেশন । আমিও ফিরি ঘরে, এই নদী- তীরবর্তী কাশফুলের প্রতীকী রূপ ধরে। সব উমারাই পিতৃগৃহে ফেরেন তাই এই কদিন। কেউ কেউ হয়তো ফিরতেও পারেন নি, ফিরেছে তাঁর ঝলসানো পার্থিব দেহ। ছোটবেলা থেকে অবাক বিস্ময়ে শুনতাম যখন গল্পের মতো কেউ বলতেন - বর্ষাকালের বজ্রনিনাদ আসলে স্বর্গে মা দুর্গার আসন্ন পিত্রালয়ে ভ্রমণ নিয়ে নাকি দেবাদিদেবের সঙ্গে তাঁর কলহ মাত্র। এসব মিসোজিনির তত্ব তালাশ করা আমার কাজ না, তবে ভাবলে অবাক লাগে চালচিত্র ছেড়ে এসে মহামায়া কিভাবে ঘরের মেয়ে হয়ে গেছেন, বোধ করি, ঈশ্বরী পাটনীর হাত ধরে।

কলকাতা হয়ে মেমফিস - গেছোদাদার বাতলে দেওয়া তিব্বত যাওয়ার রাস্তার মতোই সহজ। শুধুই কতক অক্ষরেখা আর দ্রাঘিমা রেখার ফাঁস; নইলে গঙ্গাজল-ও তো মিসিসিপি তেই বহমান। একই সূর্যোদয় হয়, আর একই চাঁদের আলো এসে লাগে নদীর ঢেউএ। তাই এই কাশবনতলেই হোক আজ তাঁর বোধন, নাই বা থাকলো বিল্ব বৃক্ষ।

'ইহা গচ্ছ, ইহা তিষ্ঠ ' বলে অধীর হয়ে ডাকলে কি আর তিনি শুনবেন না?

#তব _অচিন্ত্য _রূপ _চরিত _মহিমা !

Author: Debishree Ray

## *অবুঝ মন*

**নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য**

মেঘের কান্না বাড়ছে যেন
আকাশ সাগর ভরিয়ে দিয়ে
পায়ের তলায় ভিজে মাটি
যাচ্ছি আমি সঙ্গে নিয়ে।

দূর দিগন্তের ঈশান কোণে
কোন অজানা পাখির গানে
মাতল হৃদয় আগল খুলে
বাঁধল আমায় কোন টানে।

সারা দিনের কাজের ফাঁকে
বন্ধ মনের দুয়ার খুলে
একলা বসে ভাবতে থাকি
কখন আমার হৃদয় ছুঁলে।

রাত নেমে যায় আঁধার ঘনায়
মন তো শুধু তার পানে ধায়
জানি সে আজ নেই যে কোথাও
তবুও অবুঝ তাকেই যে চায়।।

**Painting by Archishman Chakraborty**

**Painting by Monoreena Acharya Mazumdar**

**Painting by Shreyoshree Seth**

# INDIA IMPORTS
# (Indian Grocery Store)
## 7845 Trinity Rd Ste. #104,
## Cordova, TN 38018
## Ph.: 901 758 1035

Mayuri
indian cuisine

Authentic North & South Indian Cuisine

Authentic Cuisine

Lunch Buffet Open Daily

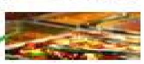 Dine In or Carry Out

Convenient Location

OPEN 7 DAYS A WEEK

LUNCH BUFFET
11 AM – 2:30 PM

DINNER
5:00 PM – 9:30 PM

FRIDAY & SATURDAY DINNER BUFFET
5:00 PM – 9:30 PM

6524 Quince Road
Memphis, TN 38119
(901) 753-8755
www.mayurimemphis.com